চমক ভরা ধনতেরাস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 11 November, 2020 ■ আগরতলা, ১১ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৫ কার্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিহার মহারণ

জয়ের পথে বিজেপি জোট

পেছনে দৌড়াচ্ছেন তেজস্বীরা

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.)।। পূর্ব ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহারে অভূতপূর্ব ফল বিজেপির। সব হিসেব নিকেশ উল্টে এই রাজ্যে এগিয়ে এনডিএ জোট। অন্যদিকে ভালো লড়াই দিয়েছে আরজেডি ।বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে যে জোর টক্কর দিতে পেরেছে আরজেডি তা স্পষ্টকরে দিলেন মনোজ ঝা। ম*লবার আরজেডির রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝা জানিয়েছেন, সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে খুব কাছাকাছি। পার্থক্যটাও খুব কম। কিন্তু অন্যদের তুলনায় আরজে ডির স্ট্রাইকরেট খুব ভালো। জেডিইউ- বিজেপি নেতারা এখন মুখ্যমন্ত্রী বাসভবনে বসে রয়েছেন। এই সকল নেতাদের কাছে এবং প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যে প্রশাসনের ভূমিকা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত ।জয়ী বিধায়কদের মানপত্র সরবরাহ করতে দেরি করা হচ্ছে। ওই প্রার্থীদের কোনো কথা শোনা হচ্ছে না।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ ঝা প্রথমেই ভিকট্রি সাইন দেখাতে থাকেন। এক সাংবাদিকের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোটের বিহারে ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা ২০০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এখনো পর্যন্ত ৯২টি আসনের পূর্ণা* ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এরমধ্যে বিজেপি ২৮, আরজেডি ২৫, জেডিইউ ১৭, কংগ্রেস ৭, সি পি আই এম এল ৬, বিকাশশীল ইনসান পার্টি ২, এআইএমআইএম ২, সি পি আই ১, সিপিআইএম ১, হাম(এস) ১, নির্দল ১ আসনে জয়যুক্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট এগিয়ে রয়েছে ১২৬, আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট এগিয়ে ১১০। কমিশনের তরফে আরও জানানো হয়েছে রাত আটটা পর্যন্ত ৩.৪০ কোটি ভোট গণনা করা হয়েছে।

বিহারে ভোট গণনা। ছবি-পিআইবি।

সব মিলিয়ে বিহারে ভোট পড়েছিল ৪.১০ কোটি। ইতিমধ্যে নির্বাচনে জিতে গিয়েছেন আরজেডি প্রার্থী তেজ প্রতাপ যাদব, হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চা (সেকুলার) প্রার্থী জিতেন রাম মাঝি। বিকেল ছটার সময় কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল দুই-তৃতীয়াংশ ভোট গনা হয়ে গিয়েছে। এদিন সন্ধ্যার দিকে রাজ্যের জেডিইউ সুপ্রিমো তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাড়িতে গেলেন বিজেপি নেতা সুশীল কুমার মোদী এবং ম*ল পান্ডে। এর আগে এদিন দুপুরের দিকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝাঁ জানিয়েছেন, বিহার তার নিজের সরকার পেতে চলেছে। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রিটার্নিং আধিকারিকদের ভোট গণনা প্রক্রিয়া ধীরে করার নির্দেশ দেবেন না।

এতে করে আপনি আপনার পরাজয় দেরি করে দিচ্ছেন। বিজেপিকে জোজোর টক্কর দিতে পেরেছে আরজেডি সেটা দলের মনোভাব থেকে স্পষ্ট। দলীয় টুইট বার্তায় দলটি দাবি করেছে যে দলের সমস্ত প্রার্থী এবং কর্মীদের স* ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার থেকে খবর আসছে। পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে রয়েছে। আজ, ম*লবার মধ্যরাত পর্যন্ত গণনা চলবে। আমরা নিশ্চিত মহাজোট সরকার গড়বে। বিহার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। গণনা না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থী এবং কর্মীরা যেন গণনাকেন্দ্র ত্যাগ না করে। এদিকে হিন্দুস্থান আওয়াম মোর্চা (সেকুলার) নেতা জিতেন রাম মাঝি ইমামগঞ্জ কেন্দ্র থেকে জয় যুক্ত হয়েছেন। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দী উদয় নারায়ন চৌধুরীকে পরাস্ত করেছেন।

অন্যদিকে হাসানপুর কেন্দ্র থেকে জয়যুক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উপনির্বাচনে আসমুহিমাচলে আধিপত্য বিজেপির আরও কোনঠাঁসা কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স)।। উপনির্বাচনে আসমুহিমাচলে আধিপত্য বজায় রেখে নিজের আসন আরও পোক্ত করল ভারতীয় জনতা পার্টি। অন্যদিকে এই নির্বাচনে প্রায় ধুয়েমুছে গেল শতাব্দী প্রাচীন জাতীয় কংগ্রেস। বিজেপি মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে নিজেদের স্থান আরও মজবুত করেছে। ধু তাই নয় কংগ্রেস শিবিরে হারের ভয় আরও মজবুত করে দিয়েছে। ১১টি রাজ্যের ৫৮টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে বিজেপি একাই জিতেছে ৩৬টি আসনে এখনও পর্যন্ত এগিয়ে আছে পাঁচটি আসনে।

আর বিজেপি অফিসের সামনে আনন্দের মাত্রা ঠিক ততটাই বেড়েছে। তাতে অবশ্য প্রত্যাশামতো উত্তরপ্রদেশ এবং গুজরাট এবং মণিপুরেও গেরুয়া শিবিরের দাপট দেখা গিয়েছে। কর্নাটকেও দুটি আসনেই জিতেছে কর্নাটক। তবে বিজেপির সবথেকে বড় জয় এসেছে সম্ভবত তেলা*নায়। সেখানে একটি আসনে জিতেছে বিজেপি। তার ফলে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর এই প্রথম হারের মুখে পড়ল তেলা*না রাষ্ট্রীয় সমিতি। অন্যদিকে কংগ্রেসের মধ্যপ্রদেশের ক্ষতে কিছুটা প্রলেপ দিয়েছে ছত্তিশগড়, হরিয়ানা, ঝাড়খণ্ড। ওডিশা এবং নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল এবং নির্দল প্রার্থীরাই জিতেছেন।

এদিন ভোটের ফল গণনা হওয়া মধ্যপ্রদেশের ২৮টি বিধানসভা আসন ইতিমধ্যেই বিজেপি ১৫টি আসনে জয়ী হয়েছে। এগিয়ে আছে ৫টি আসনে। এই রাজ্যে কংগ্রেস জিতেছে ৫টি আসনে। এগিয়ে আছে ৩ টি আসনে। গুজরাটের আটটি আসনের মধ্যে আটটিতেই জয়ী হয়েছে বিজেপি। এদিন উত্তরপ্রদেশের সাতটি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়। সেখানে বিজেপি ছয়টি আসনে জয়ী হয়েছে।

একটিতে জয়ী হয়েছে সমাজবাদী পার্টি। কর্ণাটকের দুটি আসনেই কংগ্রেসকে হারিয়ে জয়ী হয়েছে বিজেপি। ঝাড়খণ্ডের দুমকা ও বামরো দুটি আসনেই বিজেপিকে হারিয়ে দিল ঝাড়খণ্ড জনমুক্তি মোর্চা এবং কংগ্রেসের জোট। ওডিশার দুটি আসনেই জয়ী হয়েছে বিজেডি। নাগাল্যান্ডের দুই আসনের একটিতে এনডিপিপি ও অন্যটিতে নির্দল প্রার্থী জয়ী হয়েছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরের চারটি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা হয় এদিন ।যার চারটিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি, একটিতে বিজয়ী নির্দল প্রার্থী। এই রাজ্যে খাতাই খুলতে পারেনি কংগ্রেস। তেলে*নার একটি আসনেও জয়ী হয়েছে বিজেপি। ছত্তিশগড়ের একটি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস এবং হরিয়ানায় একটি বিধানসভা আসন দখল করেছে কংগ্রেস।

এদিনের ভোটের ফলের প্রবণতা দেখেই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি মাফিয়াদের আক্রমণে এক ব্যক্তি গুরুতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন এলাকায় জমি মাফিয়াদের আক্রমণে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। আহত ব্যক্তির নাম সুরজিৎ সরকার ।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই ।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে ।সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুনিয়ায় শ্রমিকদের শোষণতন্ত্র হল কমিউনিষ্টতন্ত্র ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১০ নভেম্বর (হি.স.)।। দুনিয়াজুড়ে শ্রমিকদের শোষণতন্ত্র হল কমিউনিষ্টতন্ত্র। আজ রাষ্ট্রঋষি দত্তপন্ত ঠেংড়িজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কটাক্ষের সুরে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন তিনি বলেন, রাষ্ট্রঋষি দত্তপন্ত ঠেংড়িজির বিচারধারায় সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকারের কাজকে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চলেছি আমরা। কথা দিয়েছিলাম, তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল স্টেট করব। তিন বছরের মধ্যে তা করে দেখাব, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় দাবি করেন, রাষ্ট্রঋষি দত্তপন্ত ঠেংড়িজির বিচারধারায় সরকার পরিচালিত হচ্ছে। তাই, গ্রামে গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছি। তিনি বলেন, এবার থেকে ঠিক করেছি যে গ্রাম ঘুরে আসব, এক মাস পর পুনরায় সেখানে যাব। নির্দেশ মতো কাজ কতদূর সম্পন্ন হয়েছে তা খতিয়ে দেখব ।তাঁর দাবি, আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যেই আমরা এগোচ্ছি।

মুখ্যমন্ত্রী কটাক্ষ করে বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চাশোর্ধ মহিলা অগ্নিদগ্ধ গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১০ নভেম্বর।। কেরোসিন তেলের বাতি থেকে শরীরে আগুন ধরে গুরুতর ভাবে আহত হয় মহামায়া সরকার নামের পঞ্চাশ উর্ধ বয়সের এক মহিলা। জানা যায় ওনার বাড়ি গন্ডাছড়া থানাধিন রমেশ কবিরাজ পাড়া। ঘটনাটি ঘটে সোমবার সন্ধ্যা রাতে। এই সময় ওনার নাতনি ঘরে সন্ধ্যা বাতি জালানোর শেষে ওনার বিছানার পাশে বাতি রেখে যায়।

একটা সময় বাতি থেকে আগুন গিয়ে ওনার চুলে লাগে। আগুন নিভাতে গিয়ে হাত লেগে কেরাসিন তেলের বাতি ওনার শরীরের উপর পড়ে। এতে করে শরীরে আগুন লেগে পড়ে। ওনার চিৎকারে বাড়ির লোকজনরা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ঘুমন্ত অবস্থায় থানার ব্যারাকে পুলিশকর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ নভেম্বর।। থানার ব্যারাকে মৃত্যু হল এক পুলিশকর্মীর। মৃতের নাম অনিল কৃষ্ণ দাস। বয়স ৫৩। বাড়ি আমতলি থানার অন্তর্গত সেকের কোট এর পান্ডপপুৰ এলাকায়। জানা গেছে মঙ্গলবার ভোর চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত বিশালগড় থানার রক্ষীর দায়িত্বে ছিলেন।

নিজ দায়িত্ব শেরে ব্যারাকে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। সহকর্মীদের কাছে মঙলবার সকাল দশটায় ডাক্তার দেখাবেন বলে জানিয়েছেন। ডাক্তার দেখানোর সময়টা অতিক্রান্ত হওয়ায় পর সহকর্মীরা তাকে ডাকাডাকি করলে তিনি আর সাড়া দেননি। সঙ্গে সঙ্গে এক সহকর্মী থানায় গিয়ে বিষয়টি জানান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে নাবালকের মৃত্যু তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ নভেম্বর।। গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক নাবালকের। ঘটনা তেলিয়ামুড়া চাকমা ঘাট এলাকায়। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু নাবালকের নাম প্রনজিত দাশ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে ওই নাবালক গরুর জন্য ঘাস কাটতে গিয়েছিল ।ক্ষেতের আইলে যখন ঘাস কাটতে যায় তখন ঐ সেখানে বিছিয়ে রাখা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় ওই নাবালক। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় না বালকটির।

ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করেছে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেওয়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এসপিও নিয়োগ নিয়ে অসন্তোষ প্রার্থীদের বিক্ষোভ, পথ অবরোধ

বিলোনীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ নভেম্বর।। এসপিও পদে নিয়োগের নামে বেকার যুবক যুবতিদের সাথে রসিকতা ও হয়রানির অভিযোগ বিলোনিয়া পুলিশ লাইনের বিরুদ্ধে। আজ সন্ধ্যা ৫ টা থেকে প্রায় ৩ ঘন্টা ধরে বিলোনিয়া পুলিশ লাইনের সামনে চলে পথ অবরোধ এবং আন্দোলন ।এতে করে কিছুক্ষণের জন্য রাস্তার দু'ধারে বেশ কয়েকটি যানবাহন আটকা পড়ে যায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিলোনিয়া থানা থেকে ওসি ইনচার্জ স্মৃতিকান্ত বর্ধন সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। তিনি আন্দোলনকারী বেকার যুবক- যযুবতীদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। বেকাররা বলছেন পুনরায় তারা আবার আগামীকাল এই পুলিশ লাইনে আসবেন ডকুমেন্ট চেকআপের জন্য। এবং কেন তাদের লিস্টে নাম নেই তা জানতে হবে। যুবক যুবতীদের অভিযোগ গতকাল তাদেরকে বিলোনিয়া থানা থেকে ফোন করা হয়েছিল, আজকে আসার জন্য।

কিন্তু তারা আসার পর সকাল থেকে সারাদিন অতিবাহিত হবার পর সন্ধ্যায় তাদের জানিয়ে দেওয়া হয় তাদের লিষ্টে নাম নেই। আজ সকাল থেকে তাদেরকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ লাইনে বসিয়ে রাখা হয়েছে আশ্বাস দিয়ে দিয়ে। যুবক যুবতীদের অভিযোগ যদি লিস্টের নাম না থাকে তাহলে তাদেরকে গতকাল কেন ফোন করা হয়েছিল পুলিশ লাইনে আজ আসার জন্য।

যুবক যুবতীদের অভিযোগ আজ সন্ধ্যা পাঁচটার পর তাদেরকে পুলিশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত গেট খুলছে না বিএসএফ, সমস্যায় কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডের চাষিরা

আগরতলা, ১০ নভেম্বর (হি.স.)।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত মধুপুরে ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তে গেট বন্ধ করে দিয়েছে বিএসএফ। তাতে সমস্যায় পড়েছেন কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত জমির মালিকরা। তাই, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক চিঠি দিয়ে ওই গেট পুনরায় খুলে দেওয়ার জন্য বিএসএফ-এর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর ফটিকছড়ায় অবস্থিত বিএসএফ-এর ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অধীনে রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গেট নম্বর ৯৮। দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ওই গেট বিএসএফ খুলে দিত। তাতে কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে অবস্থিত জমি মালিকরা চাষাবাদ করার সুযোগ পেতেন। জমিতে কাজ শেষে সকলের ফিরে আসার পর বিএসএফ ওই গেট বন্ধ করে দিত। কিন্তু, সম্প্রতি বিএসএফ ওই গেট দিয়ে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। তাতে কৃষিজমির মালিকরা মহা সমস্যায় পড়েছেন।

হস্তক্ষেপ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ড় শৈলেশকুমার যাদব বিএসএফ-এর ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্টকে চিঠি দিয়ে এ-বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি চিঠিতে লিখেছেন, মধুপুরের অবস্থিত বিএসএফ-এর ১২০ নম্বর ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত গেট নম্বর ৯৮ বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্যা দেখা দিয়েছে। কাঁটাতারের ওপারে ভারতীয় ভূখণ্ডে জমি মালিকরা সেখানে যেতে পারছেন না। তাতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিগড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তিনি বিএসএফ-এর কাছে আগের মতো ওই গেট খুলে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

রক্তাক্ত অবস্থায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার উদ্ধার ধর্মনগরে, রহস্য বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১০ নভেম্বর।। ভোররাতে রাস্তার পাশ থেকে এক ব্যাংক ম্যানেজারকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। তার ভাড়া বাড়ি থেকে প্রায় ৫ কিমি দূরে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তি কদমতলা শাখার সিন্ডিকেট ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। তার নাম আখা পুনি(৩৪) ।বাড়ি মনিপুরের সেনাপট্টি এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল তারপর বহিঃরাজ্যের শিলচরে রেফার। ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর থানাধীন সোনারুবাসা এলাকায় ।তবে ব্যাঙ্ক

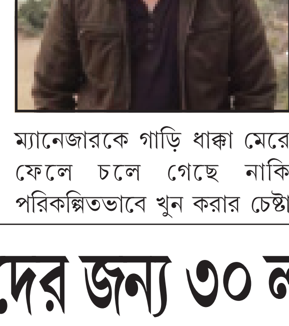

ম্যানেজারকে গাড়ি ধাক্কা মেরে ফেলে চলে গেছে নাকি পরিকল্পিতভাবে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে তা এখনো রহস্যজনক। ধর্মনগর থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার ধর্মনগর থানাধীন জুড়ী ব্রিজ সংলগ্ন সোনারুবাসা এলাকা থেকে আজ ভোর চারটে নাগাদ বহি রাজ্যের বাসিন্দা এক ব্যাংক ম্যানেজারকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তার পাশ থেকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। ব্যাঙ্ক ম্যানেজার বহিঃ রাজ্য মনিপুরের সেনাপট্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাশ্মীরে শহিদ বিএসএফ জওয়ানের শেষকৃত্য সম্পন্ন, মুখ্যমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তার ঘোষণা

আগরতলা, ১০ নভেম্বর (হি.স.)।। কাশ্মীরে জঙ্গি মোকাবিলায় শহিদ বীর জওয়ান সুদীপ সরকারের নিথর দেহ আজ আগরতলায় আনা হয়েছে। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাঁর ধলেশ্বরস্থিত বাসভবনে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এদিন অশ্রুসজল নয়নে তাঁকে রাজ্যবাসী বিদায় জানিয়েছেন। বটতলা মহাশ্মশানে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে গান স্যালুট দেওয়া হয়েছে। বীর জওয়ানের অন্তিম যাত্রায় বহু মানুষ শামিল হয়েছিলেন। তা দেখে গর্বে বুক ভরে গেছে তাঁর জন্মদাত্রী মায়ের। তিনি বলেন, সন্তান হারিয়েছি ঠিকই, কিন্তু দেশের জন্য তাঁর সন্তানের বলিদানে তিনি গর্বিত।

ত্রিপুরার বীর সন্তান বিএসএফ জওয়ান সুদীপ সরকার কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশকারীদের রুখতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। কাশ্মীরের কুপওয়ারা সেক্টরের মাছিল সেক্টরে

সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় শহিদ হয়েছেন তিনি। বিএসএফ জানিয়েছে, ৮ নভেম্বর ভোররাতে মাছিল সেক্টর এলাকা দিয়ে সন্ত্রাসবাদীরা অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল। বিএসএফ তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। তাতে একজন সন্ত্রাসবাদীকে খতম করতে সক্ষম হন বিএসএফ জওয়ানরা। কিন্তু বাকিরা এ-পাড়ে ঢুকে পড়ে। কনস্টেবল সুদীপ সরকার তাদের আটকাতে কড়া মোকাবিলা করেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের অতর্কিত আক্রমণে তিনি গুরুতর আহত হন এবং প্রাণ হারান।

বিএসএফ-এর কনস্টেবল সুদীপ সরকারের বড় ভাই দীপঙ্কর সরকার জানিয়েছেন, বিএসএফ আধিকারিকরা তাঁদের বাড়িতে ফোন করে এই দুঃসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি পঞ্জাব থেকে শ্রীনগর বদলি হয়েছিলেন তাঁর ছোট ভাই। বীরগতি প্রাপ্ত হওয়ার আগে এক সন্ত্রাসবাদীকে তিনি ধরাশায়ী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জানান, তাঁর ছোট ভাইয়ের দুইটি কন্যা সন্তান রয়েছে। স্বামীকে হারিয়ে তাঁর স্ত্রী দিশেহারা হয়ে পড়েছেন।

আজ দুপুরে আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরে কফিনবন্দি হয়ে এসে পৌছায় শহিদের নিথর দেহ। বিমান থেকে নামিয়ে সহকর্মীর মরদেহ কাঁধে করে নিয়ে আসেন বিএসএফ জওয়ানরা। বিমানবন্দরের বাইরে অস্থায়ী বেদিতে তাঁকে বিএসএফ-এর পদস্থ আধিকারিকগণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিকে, বিমানবন্দরে প্রচুর বিজেপি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প মসজিদের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর সোনামুড়া সীমান্তে শুরু বেড়া নির্মাণের কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার বক্সনগর এর কোড শিমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ পুনরায় শুরু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কলসি মুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকায় একটি মসজিদ রয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য মসজিদ ভাঙার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতে তীব্র আপত্তি জানান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজন রা ।সংখ্যালঘু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকদের তীব্র আপত্তির কারণে সেখানে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ বন্ধ রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এজন্য এগিয়ে আসে ওয়াকফ বোর্ডের কর্মকর্তারাও ।প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে বিকল্প একটি মসজিদ তৈরির জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে এই টাকা ওয়াকফ বোর্ডের কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এ উপলক্ষে সীমান্ত এলাকায় এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়াকফ বোর্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩৬ ◘ ১১ নভেম্বর ২০২০ ইং ◘ ২৫ কার্ত্তিক ◘ বুধবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বর্তমান সমাজ

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অর্ধেক আকাশ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে নারীরা কতখানি স্বাধীন তা হা নিয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। আমরা যতই নারী ক্ষমতায়নের স্লোগান তুলে না কেন ভারতবর্ষে এখনো পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা হিসাবে ই পরিগণিত।পুরুষতান্ত্রিক কিংবা সমাজব্যবস্থায় নারীরা এখনো সমান অধিকার পায়নি। নারীদের অধিকার সুরক্ষিত করিতে হইলে শুধুমাত্র আইন-কানুন তৈরি করিলে চলবে না ,প্রকৃতপক্ষে নারীরা যাহাতে সঠিক ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।

গোটা দেশেই নারী নির্যাতন, ধর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের ঘটনা উপর্যপরি বাড়িয়া চলিয়াছে।সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি দিন ৮ জন দলিত নারী ধর্ষিত হন। অবশ্যই এই সংখ্যা বাস্তবে আরও অনেক বেশি, কারণ অনেক দলিত মেয়ের ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হয় না। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য অনুযায়ী, দলিত নির্যাতনে সারা দেশের মধ্যে প্রথম উত্তরপ্রদেশ। সারা দেশের ২৫.৬ু দলিত মানুষের ওপর নির্যাতন উত্তরপ্রদেশে ঘটিয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে বেশির ভাগই দলিত নারীর প্রতি যৌন নির্যাতন।উত্তরপ্রদেশের বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটির গণধর্ষণ ও মৃত্যুর ঠিক এক মাস আগে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরি জেলায় ১৩ বছরের আর একটি দলিত মেয়েও প্রায় একই ভাবে ধর্ষিত ও খুন হন। দু'টি অভিযোগেই যে আশ্চর্য মিল চোখে পড়ার মতো সেটি হইল, দুষ্কৃতীরা দু'জনেরই জিভ কাটিয়া দিয়াছে। এই জিভ কাটিয়া দেওয়া কি শুধুই কাকতালীয়? না কি, দলিত মেয়ের মুখ বন্ধের চেষ্টা? একে দলিত, তাহার ওপর মেয়ে, তাঁহার আবার কথা বলিবার কী দরকার!হাথরসের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশ পুলিশের ভূমিকা ন্যক্কারজনক বলিলে কম বলা হয়। বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটি নিম্নবর্ণের এবং গরিব। এ দেশে উঁচু জাতের, অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল মেয়ের ধর্ষণ হলেও রাষ্ট্র প্রায়শই অভিযোগ নিতে অস্বীকার এবং তদন্তে অবহেলা করে আর নির্যাতিতা যদি দলিত, সংখ্যালঘু অথবা দরিদ্র হন, তাহা হইলে তো পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা চরমে পৌঁছয়। হাথরসের ঘটনাটিতে যত ক্ষণ পর্যন্ত আঞ্চলিক মিডিয়া চেঁচামেচি শুরু করেনি, তত ক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ অভিযোগে ধর্ষণের ধারা লাগায়নি, মেয়েটির মৃত্যুর পরও পুলিশ বলিয়াছে, ধর্ষণ হয়নি, শিরদাঁড়ায় আঘাত লাগেনি, জিহ্বা অক্ষত, ইত্যাদি।

হাথরস ধর্ষণের ঘটনায় ভারতের তথা উত্তরপ্রদেশের শাসক দলের কর্মী-সমর্থকদের অবস্থান বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। প্রথমে তাঁহারা বলিলেন, এটি একটি 'ফেক' প্রচার। তার পর বলিলেন, 'নারীর ওপর অত্যাচারে রাজনীতি এনো না, জাতপাত এনো না, চলো সবাই মিলে সুবিচার চাই!' এই সুবিধাবাদী রাজনৈতিক অবস্থান, আমাদের সমাজের জাত পাত এবং ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে তৈরি ক্ষমতার সোপানতন্ত্রকে অদৃশ্য করিয়া রাখে। ভাবখানা এই যে, আমাদের সমাজে অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও জাতপাতের বৈষম্য নাই। এই অস্বীকার প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণ্যবাদকে প্রশ্রয় দেয়।

'মেয়েকে মেয়ে হিসেবেই দেখো, তার অন্য পরিচিতিগুলো তেমন জরুরি নয়' যুক্তি হিসেবে এটি ভয়ঙ্কর। এই যুক্তিতেই আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র উচ্চবর্ণের, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মেয়েদের কিছু সুযোগ পাইয়ে দিয়ে ভারতে খুব নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে বলে দেশে-বিদেশে প্রচার করে এবং দলিত, মুসলমান মেয়েদের বঞ্চনা, তাঁহাদের ওপর ঘটিয়া চলা নির্যাতনের মান্যতা দেয়। ঠাকুর সম্প্রদায়ের পুরুষের হাতে দলিত মেয়ের যৌন নির্যাতন আমাদের এতই গা-সওয়া যে, এটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ, তা এ দেশের উচ্চবর্ণের পুরুষ প্রায়শই ভুলে যান অথবা জানেন যে, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পুলিশ-প্রশাসন তাঁদের বাচাইয়া দেবে। হাথরসে অভিযুক্তরা তাহাদের উঁচু জাতের দম্ভের কারণেই বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মেয়েটির ওপর অত্যাচার করার সাহস পাইয়াছে। শুধু তাই- নয়, মেয়েটির ভাইয়ের বয়ান অনুযায়ী, ১৫ দিন ধরিয়া মেয়েটি যখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা , লড়িয়া ছে তখন উচ্চবর্ণের কেউ মেয়েটির খোঁজ নিতে তাঁহাদের উঠোন মাড়ায়নি।

উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনের কাছেও হাথরসের মেয়েটির দলিত পরিচয় প্রাধান্য পা ইয়াছে। দলিত মেয়ে বলিয়াই মিডিয়া সরব না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ অভিযুক্তদের কাউকে গ্রেফতার করেনি। প্রশাসন মেয়েটিকে দিল্লিতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স-এ নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করি হইয়াছে। মেয়েটি যদি উচ্চবর্ণের হইত, তাহা হইলে পুলিশ-প্রশাসনের ভয় থাকিত যে, মেয়েটির পরিবার তাঁহাদের জাতের যোগাযোগ খাটাইয়া হয়তো কোনও বড়সাহেবের কাছে পৌঁছিয়া যাইবে, তখন আইনি পদক্ষেপ এবং চিকিৎসায় গাফিলতির জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের শাস্তি জুটিবে। এই বাল্মীকি পরিবারটির যে সেই সামাজিক মূলধনের কানাকড়িও নাই, এ কথা পুলিশের জানা, তাই তাহাদের কথা কানে তোলেনি। ভারতীয় গণতন্ত্রের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এই যৌথ রাষ্ট্রব্যবস্থা মূল্যবোধ সম্পূর্ণ আত্মস্থ করিয়াছে। রাষ্ট্রের পুরো সিস্টেম আজ সেই মূল্যবোধের পায়ে ভূলুণ্ঠিত। নারী নির্যাতন ধর্ষণ এবং নানা হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করিতে হইলে সমাজকে আরো সহনশীল হইতে হইবে।

তেলেঙ্গানার দুবাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী বিজেপি প্রার্থী

হায়দরাবাদ, ১০ নভেম্বর (হি. স.): তেলেঙ্গানার দুবাক্কা বিধানসভা কেন্দ্র জয় যুক্ত হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী এম রঘুনন্দন রাও। তিনি তাঁর নিকটতম প্রার্থী টি আরএসের সোলিপেটা সুজাতাকে ১৪৭০ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজেপি প্রাপ্ত ভোট ৬২ হাজার ৭৭২, টিআরএস পেয়েছে ৬১,৩০২, কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ২১,৮১৯। শতাংশের নিরিখে বিজেপির ঝুলিতে গিয়েছে ৩৮.২১ শতাংশ ভোট এবং টিআরএস পেয়েছে ৩৮.০৮ শতাংশ ভোট।

তপসিয়ায় অগ্নিদগ্ধ ঝুপড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি স): কালীপুজোর আগে মঙ্গলবার তপসিয়ায় এক ঝুপড়িতে লেগে যায় বিধ্বংসী আগুন। আগুন লাগার ঘটনায় কমপক্ষে ১০০ টি ঝুপড়ি পুড়ে ছাই। আগুন লাগার খবর পেয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাস্থলে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার চারটে নাগাদ তপসিয়ার ২৪ নম্বর বাস স্ট্যান্ড লাগোয়া খালপাড়ের বস্তিতে হঠাৎই লেগে যায় বিধ্বংসী আগুন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে পুড়ে ছাই কমপক্ষে ১০০ টি ঝুপড়ি। দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ায় চরম আতঙ্ক চড়ায় এলাকায়। আগুন লেগেছে বুঝতে পেরেই খবর দেওয়া হয় দমকলে। মুহূর্তের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। এরপর ঘটনাস্থলে আসে দমকলের আরও ১৫টি ইঞ্জিন। মোট ২০টি ইঞ্জিনের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চলে। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে আগুন। দমকলের পাশাপাশি খাল থেকে জল তুলে স্থানীয়রাও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। আগুন লাগলেও হতাহতের কোনও খবর নেই। কিভাবে লাগলো আগুন তা এখনও জানানো হয়নি দমকলের তরফে। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া। সহায়-সম্বল হারিয়ে মাথায় হাত ১০০টি পরিবারের। আগুন লাগার খবর পেয়েই মঙ্গলবার বিকেলে ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর।

জানা গিয়েছে, আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপড়ির বাসিন্দাদের সেখান থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। যার জেরে কোনওরকম প্রাণহানি ঘটেনি বলেই এখনও পর্যন্ত খবর। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এলাকার রঙের কারখানাতেই প্রথমে আগুন লাগে। সেখান থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে তেলের ড্রাম, সিলিন্ডার থেকে আগুন লেগেছে বলে মনে করছে স্থানীয়রা। কিভাবে লেগেছে আগুন তা খতিয়ে দেখছে প্রগতি ময়দান থানার পুলিশ।

জন্মসার্ধশতবর্ষে উপেক্ষিত বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা

নন্দগোপাল পাত্র

মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনে নারীদের যোগদান ছিল ইতিহাসে এক মাইলফলক। মাতঙ্গিনী হাজরা সে ইতিহাসেরই এক জ্বলন্ত বারুদ। তিন রত্ন প্রসবিনী মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠা বীরাঙ্গনা। তাই মেদিনীপুরে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন আলাদা রূপ পেয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে অনেক প্রবাদ প্রতিম বীরাঙ্গনার আবির্ভাব হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অসংখ্য মহীয়সী অগ্নিবলিদান দিয়েছেন। তাঁরা সকলেই প্রণম্য, প্রতাস্মরনীয়া। কিন্তু এঁদের অনেকের থেকে মাতঙ্গিনী বহুলাংশে স্বতন্ত্র। কারাণ অন্য অনেকে যাঁরা রাজবাড়ির প্রশস্ত আঙিনা কিংবা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশিক্ষিত আঙিনা থেকে এসেছিলেন। অন্যদের মতো পরিবেশ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা হয়ে নন, তিনি এসেছিলেন কেবল স্বদেশপ্রেম ও দেশের জন্য আত্মবলিদানের সংকল্প নিয়েই। হতদরিদ্র পরিবারের জন্মগ্রহণ করে, সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়ে মাত্র আঠারো বছর বয়সে বিধবা হয়েও যেভাবে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

১৯৩০-এর ৬ এপ্রিল গান্ধীজী লবণ সত্যাগ্রহ আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁর বাড়ির সামনে ১৯৩১-এ স্থাপিত হয়েছিল কংগ্রেসের একটি স্বেচ্ছাসেবক শিবির। চোখের সামনে ঘটত ওই শিবিরের নানা কর্মকাণ্ড। যা তাঁকে ১৯৩২-এ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তখন মাতঙ্গিনীর বয়স ষাট পেরিয়েছে। আলিনান লবণ কেন্দ্র লবণ তৈরি করে আইনভঙ্গ করলেন। পুলিশ অন্য সত্যাগ্রাহীদের সঙ্গে মাতঙ্গিনীকেও গ্রেপ্তার করলেন। পুলিশ তাঁকে বহুদুর পথ হাটিয়ে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। ওই বছর চৌকিদারি টাক্স বন্ধ আন্দোলনেও সক্রিয়ভাবে মাতঙ্গিনী অংশগ্রহণ করেন। এরপরের ঘটনা ঘটে ১৯৩৩ সালে। অবিভক্ত বাংলার লাটসাহেব জন অ্যান্ডারস তমলুকে দরবার করবেন। পুলিশ ও প্রশাসনের বেপরোয়া মনোভাব। বন্দেমাতরম ধ্বনির সঙ্গে আওয়াজ উঠল লাটসাহেব তুমি ফিরে যাও। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল দরবারের দিকে। শোভাযাত্রীদের পথ আটকাল ওই পুলিশবাহিনী। পুরোভাগেই ছিলেন মাতঙ্গিনী। পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বিচার হল। মাতঙ্গিনী ছ'মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিতও হলেন। ফৌজদারি আদালতের বিচারক এ কে দত্তের বিচারের রায়ে বন্দি থাকলেন বহরমপুর জেলে। ওই জেলে সহবন্দিরূপে পেয়েছিলেন ইন্দুমতী ভট্টাচার্য, সুহাসিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উচ্চশিক্ষিতদের। যার ফল লক্ষ্য করা যায় পরবর্তী জীবনে। নিষিদ্ধ তমলুক মহকুমা কংগ্রেস কমিটির সম্মেলন ও ১৯৩৯ -এ নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খানের মেদিনীপুর বাসভবনে জেলা মহিলা কংগ্রেসের সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

মাতঙ্গিনী অমর হয়ে আছেন ১৯৪২ -এর আগস্ট বিপ্লবের জন্য। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কংগ্রেস সদস্যরা মেদিনীপুর জেলার সকল থানা ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় দখল করার পরিকল্পনা করেন। নেতৃবৃন্দ ২৯ সেপ্টেম্বর তমলুক থানা, কোর্ট দখলের সিদ্ধান্ত নেন। ওই দিন বিকেল তিনটায় তমলুক শহরের পাঁচ দিক থেকে পাঁচটি বিশাল মিছিলের একটির পুরোভাগে ছিলেন মাতঙ্গিনী। কোর্টের পেচনে বানপুকুর পাড়ে বিশাল ব্রিটিশ সেনাবাহিনী অহিংস জনতার মিছিলের পথ আটকে দাঁড়ায়। নেতৃত্বে ছিলেন পুলিশ অফিসার অনিল কুমার ভট্টাচার্য। আর এগোলেই গুলি করা হবে। এমন সময় হঠাৎই মাথুরি গ্রামের তের বছরের ছোট্ট রোগা ছেলে লক্ষ্মীনারায়ণ দাস ছুটে গিয়ে এক ব্রিটিশ পুলিশের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিতে যায়। নির্মমভাবে প্রহৃত হয় লক্ষ্মীনারায়ণ। এর পরও

থামেনি ব্রিটিশ পুলিশ। লক্ষ্মীনারায়ণের দিকে ধেয়ে আসা গুলি লাগে মাতঙ্গিনীর বাম হাতের কনুইতে। অকুতোভয় মাতঙ্গিনী প্রথম গুলির আঘাত অগ্রাহ্য করে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে জাতীয় পতাকাটিকে নে হাতে আঁকড়ে ধরে বানপুকুরের পাড় ধরে সৈন্য ব্যূহের দিকে এগোতে থাকেন। ব্রিটিশের সেনাবাহিনী আবার গুলি চালাল তিয়াত্তর বছরের বৃদ্ধর শরীর লক্ষ্য করে। তা বিদ্ধ হল মাতঙ্গিনীর ডান হাতে। গুলিবিদ্ধ জখম দুটি হাত দিয়ে বুকের মাঝে পতাকাদণ্ড টিকে সন্তানসম আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলেছেন মাতঙ্গিনী, মুখে বন্দেমাতরম ইরেজ ভারত ছাড়ো। ব্রিটিশ শাসকের অমানবিক পুলিশকর্মী আরও ন্যক্কারজনক ঘৃণ্য হিংস্রতার পরিচয় দিল তৃতীয়বার গুলি চালিয়ে। এবার গুলি কপাল ভেদ করে চলে গেল। নিথর হয়ে পড়ে রইলেন গান্ধীবুড়ি বীরঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। সেদিন মাতঙ্গিনী হাজরা ছাড়াও তার নেতৃত্বে মিছিল ব্রিটিশ পুলিশের গুলিতে শহীদ হন আরও চার জন। সব মিলিয়ে সেদিনের ঘটনায় শহিদ হয়েছিলেন মাতঙ্গিনী সহ বারো জন।

মেদিনীপুরের মাটিতে ব্রিটিশ শাসক সেদিন এক বীরাঙ্গনা অকুতোভয় মহীয়সী নারীর যে দেশপ্রেম এবং আত্মত্যাগ দেখেছিল, তাতে তারা উপলব্ধি করেছিল, এ দেশের বেশিদিন তাদের অত্যাচারের চলবে না। মাত্র পাঁচ বছর পরেই ভারত ছেড়ে তাদের চলে যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষ পেয়েছিলি স্বাধীনতার আস্বাদন। গোটা পৃথিবীর চিন্তার অভিমুখটাকেই কয়েক মাসে বদলে দিয়েছে করোনা অতিমারী। মানুষ যে সমাজবদ্ধ জীবন তা আমরা ভুলতে বসেছি। বেমালুম বুলে গেছি মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। গত ১৯ অক্টোবর নীরবে চলে গেল তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি। গর্বেণ বিষয় কলকাতায় মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তি হল স্বাধীনতার পর স্থাপতি কোনও মহিলার প্রথম মূর্তি। অল্প হলেও আত্মবিস্মৃত বাঙালির সুযোগ ছিল জন্মের সার্ধশতবর্ষে তাঁকে বিশেষভাবে জানার। ভারতীয় কে বিভাগ ভারত ছাড়ো আন্দোলন ও তাম্রপিপ্ত জাতীয় সরকার গঠনের ষাট

বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করেছিল ২০০-এ। ভারত সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রকের অধীন ইন্ডিয়া পোস্ট ওয়েবসাইটের স্ট্যাম্প ক্যালেন্ডার জানাচ্ছে ২০১৯-এর অক্টোবর থেকে ২০২০ -এর অক্টোবর পর্যন্ত মোট ২০টি স্মরক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। আক্ষেপের বিষয় হল ওই সময়কালে অকুতোভয় মাতঙ্গিনী নামে কোনও বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়নি। আর এখনার ট্রেন্ড সামাজিক মাধ্যমে সরকারের প্রধানদের ট্যুইট বা কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানানো সেক্ষেত্রেও গান্ধীবুড়ি উপেক্ষিত। পরাধীন ভারত তাকে স্বাধীন করতে হবে এটুকুই আপ্তবাক্যের মতো ছিল মাতঙ্গিনীর কাছে। প্রথাগত শিক্ষা নেই, অতি সাধারণ গৃহবধূ। সংসারের বাইরে কোনও জগতও নেই। কোন অনুভূতি থেকে তাঁর এই আত্মবলিদান। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে ভেবে বিস্মিত হই।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ভারতের হাত থেকে পাকিস্তানের রক্ষাকর্তা এখন চিন?

বরুণ দাসগুপ্ত

গত বছর কাশ্মীরের পুলওয়ামায় পাকিস্তানর মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা একটি সিআরপি কনভয়ের ওপর আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে ৪০ জনেরও বেশি সিআরপি জওয়ানকে হত্যা করে। জবাবি হামলায় ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানের ভেতরে ঢুকে বালাকোটে জঙ্গিদের ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসে। পরদিন পাকিস্তানি বিমানবাহিনী ভারতে হামলা চালাতে এলে বর্থ হয়। পাকিস্তানি একটি প্লেনকে গুলি করে মাটিতে নামানো হয়। কিন্তু এই বিমান যুদ্ধে ভারতেরও একটি প্লেন পাকিস্তানের মাটিতে ভেঙে পড়ে। এবং উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়েন। এবং ৬০ ঘণ্টা পরে পাকিস্তানিরা তাকে অক্ষত দেহে ভারতকে ফিরিয়ে দেয়।

এগুলি সবই পুরনো, বাসি খবর। নতুনসংসদের জনৈক বিরোধী সদস্য আয়াজ সিদ্দিক। তার পরেই চারদিকে হই হই পড়ে গেছে। সাদিক বলেছেন, সেই সময় (অর্থাৎ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে) একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ মহম্মদ কুরেশি পাকিস্তানের সেনাধ্যক্ষ কামার বাভেজ বাজওয়াজকে সকাতরে অনুরোধ করেন বর্তমানকে অবিলম্বে ভারতের ৯টায় ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে।'' সেটা শুনে পাকিস্তান সেনাপ্রধানের কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল? সাদিক পাকিস্তানি সংসদে বলেছেন, তখন ''বাজওয়ার দুই পা থরথর করে কাপছে আর গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বেরোচ্ছে। তার এই বক্তব্যের কেউ প্রতিবাদ করেননি বা তার দাবি অসত্য এমন কথাও বলেননি।

এখন আমাদের (মানে ভারতের) সামরিক কর্তারাও স্বীকার করছেন, ছেড়ে না দিলে ভারত পাকিস্তানের দফারফা করে ''দিত। পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম না করেই আমরা অন্তত দু''টি পাকিস্তানি ব্রিগেড হোডকোয়ার্টার ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে উড়িয়ে দিতাম এবং ভারতীয় নৌবাহিনী করাচি বন্দন অবরোধ করত। চিন পাকিস্তানের সাহায্যে কিছুই করতে পারত না। যেটুকু উহ্য তা হল, দরকার পড়লে ভারতের স্থল ও বিমান বাহিনী হানা দিত এবং তখনও চিন পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য কিছুই করতে পারত না।

গত দু''তিন বছরে ভারতের সামরিক শক্তি যে অনেক বেড়ে গেছে, সেটা চিনও জানে, পাকিজানও জানে। সেজন্যই এখন আর পাকিস্তান কথায় কথায় বলে না যে, ''আমাদের সেই বোমা আমরা ব্যবহার করব।'' কারণ পাকিস্তান এখন বিলক্ষণ জানে যে দিতে পারে। তার পরম সখা চিন তাকে বাঁচাতে পারবে না।

এখন ভারত তার নৌ শক্তরও দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে এবং একই সঙ্গে প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব স্বনির্ভর হওয়ার পথে এগোচ্ছে নৌযুদ্ধে ব্যবহারের জন্য এবং ডুবোজাহাজ ধ্বংস করার জন্য নানান রকমের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। লাদাখ সীমান্তে গত ছ''মাস ধরে যে অচলাবস্থা চলছে, তা থেকেই পরিষ্কার যে চিনের পক্ষে গায়ের জোরে আর ভারতীয় ভূখণ্ড দখল সম্ভব নয়।

লাদাখ নিয়ে চিনের এখন সাপের ছুঁচো গেলার মতো অবস্থা হয়েছেত্তত্ত না পারছে গিলতে, না পারছে উগরাতে। ভারতও জানে যে চিন স্বেচ্ছায় ভারতের দখল করা অংশ ছেড়ে যাবে না। বলপ্রয়োগ করে তাদের দখল করা অংশ মুক্ত করতে হবে। ভারত-জাপান-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার সম্মিলিত "কোয়াড" গঠন বা সবেরই লক্ষ্য এক। চৈনিক আগ্রাসনের "ট্রেড ওয়র''এর ধাক্কাও চিনের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। চিনের নিজের অর্থনৈতিক শক্তিই যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানকে সে একা কতটা টানতে পারবে সেই প্রশ্নও উঠবে। এই লেখা যখন লিখছি, তখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। যদি ট্রাম্প জেতেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি চিন ও পাকিস্তান বিরোধী এবং ভারত-সমর্থক নীতিই অনুসরণ করে যাবেন। কিন্তু যদি বাইডেন জেতেন তাহলে কী হবে? চিন সম্পর্কে বা চিন-ভারত সংঘাত সম্পর্কে তার অবস্থান কী, তা আমরা জানি ব্যতিব্যস্ত রাখা যায়। তবে ভারতের ওপর দেওয়া যায় না। লাদাখ অঞ্চলে চিন তার সামরিক শক্তি বাড়িয়েই চলেছে সবদিক দিয়ে। এবং সেটা নিশ্চয়ই শান্তির উদ্দেশ্যে নয়।

অরুণাচল সীমান্তেও চিন রেললাইন বসাচ্ছে, যা আমরা আমাদের দিকে অনেক আগেই করতে পারতাম কিন্তু করিনি। চিনের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার প্রতিফলন আমাদের অর্থনীতিতেও পড়তে বাধ্য। এখন আমরা আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) ২.১ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করি। এটাকে অন্তত ২.৫ শতাংশে নিয়ে যেতে হতে পারে। আবার সেই সঙ্গে এটাও দেখতে হবে যে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বা ''আর্মস রেসএ নামে, তাতে সোভিয়েতের অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির একাধিক কারণ আছে, কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতা যে তার অন্যতম কারণ তাতে কৌনও সন্দেহ নেই। চিন যদি একমাত্র সুপার-পাওয়ার হওয়ার লক্ষ্যে বেলাগাম টাকা খরচ হবে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বাণিজ্য যুদ্ধ বা "ট্রেড ওয়র" এর ধাক্কীও চিনের অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। চিনের নিজের অর্থনৈতিক শক্তিই যদি দুর্বল হয়ে যায় তাহলে পাকিস্তানকে সে একা কতটা টানতে পারবে সেই প্রশ্নও উঠবে। বরুদ্ধে ভারতের সামরিক শক্তি বাড়ানো। সেটা চিনও বুঝছে কিন্তু তার পক্ষে এখন আর পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বা ''আর্মস রেস-এ নামে, তাতে সোভিয়েতের অর্থনীতির ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছিল, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তির একাধিক কারণ আছে, কিন্তু আমেরিকার সঙ্গে অস্ত্রপ্রতিযোগিতা যে তার অন্যতম কারণ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চিন যদি একমাত্র সুপার- করতে থাকে সামরিক খাতে, তাহলে তারও সুদূরপ্রসারী পরিণাম ভালো হবে না। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার বাণিজ্য যুদ্ধ বা না। এমন হতে পারে যে তিনি চিন-মার্কিন বিরোধকে কমানোর চেষ্টা করবেন আর চিন- ভারত বিরোধ সম্পর্কে ভারত ও চিন দু''দেশকেই বলবেন আলোচনার দ্বারা বিরোধ মিটিয়ে নিতে। আলোচনায় বিরোধ মিটবে না জেনেও এই কথা বলার একটাই মানে হয়, সেটা এই যে এতদিন চিনের সঙ্গে বিরোধে থেকেছে, তা নাও থাকতে পারে। অবশ্য এই সবই জঙ্গনা, কারণ বাইডেন কী নীতি নেবেন তা আমরা কেউই জানি না। চিন আরও একটা কাজ করতে পারে। লাদাখ থেকে সৈন্য সরালো না। আর পাকিস্তানকে বলল, কাশ্মীরে বো ভারতের অন্যান্য স্থানে) ক্রমাগত সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে, যাতে ভারতকে সবসময় তার কোনও নেতিবাচক প্রভাব কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী কার্যক্রমের ওপরে না পড়ে। কারণ ৯ সেটাও দেখতে হবে।

একনায়কতন্ত্রী চিনের সেই সমস্যা নেই। চিন এখন তার মোট জাতীয় উৎপাদনের ১.৮ শতাংশ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করে। শতাংশের হারে আমরা চিনের থেকে বেশি (২.১ শতাংশ) খরচ করি প্রতিরক্ষা বাবদ। কিন্তু এই হিসেবটা খুবই বিভ্রান্তিকর। কারণ চিনের মোট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে ১৩.৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার। আমাদের মাত্র তিন ট্রিলিয়ন ডলার। তো, টাকার অঙ্কে ১৩.৩৭ ট্রিলিয়নের ১.৭ শতাংশ আর তিন ট্রিলিয়নের ২.১ শতাংশের তফাতটা সহজেই বোঝা যায়। প্রতিযোগিতায় নামার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু নিজের দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যতখানি সামরিক শক্তি অর্জন করা প্রয়োজন, সেটা তো করতেই হবে। প্রতিরক্ষা খাতে গবেষণার বরাদ্দও বাড়াতে হবে। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্য কোনও দেশের ওপর নির্ভর না করে যতটা সম্ভব স্বাবলম্বী হওয়া। কারণ আজ যে দেশ আমার বন্ধু, কাল সে আমার বন্ধু নাও থাকতে পারে। আর আমরা অনেক কিছুই পাল্টাতে পারি, কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী পাল্টাতে পারি না পশ্চিমে পাকিস্তান আর পুবে চিনত্তত্ত এই দুই দেশ চিরকালই আমাদের হয়ে থাকবে। এখন চিনের সঙ্গে আমাদের বর্তমান

সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে বলছেন, চিনের শত্রতার জবাবে আমাদের তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দিলে তাইওয়ান আমাদের কোনও উপকারেই আসবে না, কিন্তু চিনের সঙ্গে তিক্ততা আরও বাড়বে এবং স্থায়ী হবে। এখানে আমেরিকার চাপের কাছে নতি স্বীকার করা ভারতের উচিত হবে না। চিন-পাকিসান প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছিলাম। সেই প্রসঙ্গেই আবার ফিরে যাই। আজ

ভারতের যা সামরিক শক্তিত্তত্ত স্থল, জল ও অন্তরীক্ষে, তাতে ভারত-পাকিস্তানের কোনও যুদ্ধে চিন পাকিস্তানকে কোনও সাহাযাই করতে পারবে না। ক্ষেপণাস্ত্রে পাকিস্তান ভারতের ধারে-কাছেও নেই। ভারতীয় নৌবাহিনী বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম নৌবাহিনী। পারবে না। আর ক্ষেপণাস্ত্র বা মিসাইল ভারতের আজ যা শক্তি, তাতে পাকিস্তানে না ঢুকেও পাকিস্তানের সামরিক শক্তিকে ভারত চুরমার করে দিতে পারে। পাকিস্তান সেটা ভালো করে জানে বলেই রাত ৯টায় ভারত আক্রমণ করতে চলেছে শুনেই পাক সেনাপতি বাজওয়ার গা দিয়ে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। এবং করাচ্ছে, তা হল পাক-অধিকৃত কাশ্মীর থেকে সন্ত্রাসবাদী পাঠিয়ে ভারতকে বিব্রত করা। সেটাও কতদিন পারবে, তা অনিশ্চিত। সংঘর্ষের পরিণতিতে ভারত যদিপাক-অধিকৃত কাশ্মীর, গিলগিট ও বালটিস্তান দখল করে নেয়, তখন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরকে সন্ত্রাসবাদীদের লঞ্চিং প্যাড'' হিসেবে ব্যবহার করার চিরচারিত পাকিস্তানি খেল খতম হয়ে যাবে।

পাকিস্তান ইতিমধ্যেই সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে পরিচিত। সে এখনও ফিনানশিয়াল আযকশন টাস্ক কোর্স বা এফএটিএফ-এর ধূসর তালিকাভুক্ত হয়ে আছে। বাড়াবাড়ি করলে কালো তালিকাভুক্ত হতে হবে। এমতাবস্থায় চিন পাকিস্তানকে কতটা টানতে পারবে, অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস। ছবি- নিজস্ব।

অসমের মরান শহরে হেনস্তার শিকার 'বাংলাভাষী উন্নয়ন পরিষদ'-এর রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক, থানায় এফআইআর, উদ্বেগ 'আমরা বাঙ্গালী'র

শিলচর (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : মেঘালয় ও মিজোরামে লাগাতার বাঙালি হেনস্তার ঘটনা সর্বজনবিদিত। এবার নিজ রাজ্য অসমেই খিলঞ্জিয়া বাঙালি নাগরিকদের অস্তিত্ব রক্ষায় অগ্নি পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। অসম সরকারের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং সরকারি অর্থানুকূল্যে পরিচালিত 'বাংলাভাষী উন্নয়ন পরিষদ'-এর রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক তথা কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদীপ সেনশর্মাকে হেনস্তা করা হয়েছে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক অকন ভুইয়াঁর বিরুদ্ধে মরান থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন প্রদীপ সেনশর্মা। এদিকে স্বরাজ্যে বাঙালি নিগ্রহের ঘটনায় প্রচণ্ড উদ্বেগ প্রকাশ করেছে 'আমরা বাঙ্গালী'।

'বাংলাভাষী উন্নয়ন পরিষদ'-এর উদ্যোগে সম্প্রতি উজান অসমের ডিব্রুগড় জেলার মরান শহরে মিলননগরের 'পূর্ণিমা ম্যারেজ হল'-এ এক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। এতে পরিষদের রাজ্য কমিটির আহ্বায়ক তথা কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদীপ সেনশর্মাকে চরম হেনস্তার মোকাবিলা করতে হয়েছে। গত আট নভেম্বর বিকেল সাড়ে তিনটা নাগাদ মরান শহরে পূর্ণিমা ম্যারেজ হল-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানের জেরে জনৈক অকন ভুইয়াঁর নেতৃত্বে ৫০/৬০ জনের এক দল প্রদীপ সেনশর্মাকে ঘেরাও করে ওই কর্মসূচি তাৎক্ষণিক বন্ধ করার ফরমান জারি করে। অন্যথায় গোটা অনুষ্ঠান লণ্ডভণ্ড করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। অবাঙালি এলাকায় বাঙালি কর্মসূচির আয়োজন কেন করা হয়েছে বলে কৈফিয়ৎ তলব করে চরম শাঁসানি দেওয়া হয় শর্মাকে। এমন-কি পুনরায় বাংলাভাষী উন্নয়ন পরিষদের কোনও রকম কর্মসূচি আয়োজনের চেষ্টা করলে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয় প্রদীপ সেন শর্মাকে। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি দেখে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, অংশগ্রহণকারী ছেলেমেয়ে এবং সহকর্মী ও নিজের আত্মসম্মান জীবন রক্ষার্থে অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হন প্রদীপ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র সমগ্র রাজ্যের বাঙালি জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটছে। এদিনের গোটা ঘটনার উল্লেখে করে অকন ভুইয়াঁ ও তার উদ্ধত সঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে ৯ নভেম্বর মরান থানায় এফআইআর দাখিল করেছেন বাংলাভাষী উন্নয়ন পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য প্রদীপ সেনশর্মা। এফআইআরে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, অভিযুক্ত অকন ভুইয়াঁ ও তার উগ্র সঙ্গীসাথীরা এতটাই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন যে-কোনও সময়ে তাঁর (প্রদীপ সেনশর্মা) এবং পরিষদের অন্য কর্মকর্তাতের উপর প্রাণঘাতী হামলা করতে পারেন। তাই তাৎক্ষণিকভাবে গোটা ঘটনার তদন্তক্রমে এফআইআরে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৫৩ (এ), ১২০ (বি), ৪২৬, ৫০৩ ধারা সহ অন্য উপযুক্ত আইনের ধারা সংযুক্ত করে মামলা নথিভুক্ত করে ন্যায় বিচারের আর্জি জানিয়েছেন প্রদীপ সেনশর্মা। এফআইআরের প্রতিলিপি অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা, ডিজিপি ও জেলা পুলিশ সুপারের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে।এদিকে এই ঘটনায় তীব্র উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন 'আমরা বাঙ্গালী'র অসম প্রদেশ সচিব সাধন পুরকায়স্থ। তিনি বাঙালিদের উপর অপ্রীতিকর এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন। সাধন পুরকায়স্থ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী সর্বদা জোর গলায় সব-কা সাথ সব-কা বিকাশ সব-কা বিশ্বাস স্লোগান প্রচার করে থাকেন। রাজ্যের বরাক-ব্রহ্মপুত্র, পাহাড়-সমতলে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠীর জনগণের সম অধিকার ফর্মূলা রক্ষা করেই সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে দাবি করেন। অথচ ডিব্রুগড়ের মরানে সংগঠিত ন্যাক্কারজনক ওই ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর স্লোগান ও সংলাপের পরিপন্থী স্বরূপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাধনবাবু আরও বলেন, অসম তথা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময় অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যবাদের আগে থেকেই বঙ্গভাষী জনগণ সুস্থ সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। ইতিহাস তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাঙালি জনগণ অসম তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদি বাসিন্দা। বাঙালিরা উড়ে এসে জুড়ে বসেনি অসমে। তাই মরানের সংগঠিত ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তক্রমে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোরালো দাবি জানিয়েছেন সাধন পুরকায়স্থ।

ভোটের ফল এনডিএ জোটের পক্ষেই থাকলে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ কুমারই, সাফ জানাল বিজেপি

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.): ভোটের ফল শেষ পর্যন্ত এনডিএ জোটের পক্ষেই থাকলে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ কুমারই।সাফ জানিয়ে দিলেন বিহারের বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল। জয়সওয়াল বলেন, সরকারে নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে কোনও বিতর্কই থাকতে পারে না। বিহারে ভোটগণনার বিজেপির শক্তিবৃদ্ধির প্রবণতায় স্পষ্ট হতেই দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে থেকে দাবি উঠেছে, বিজেপি থেকে মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী করার। এরপরই দলের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হল, ভোটের আগে যা ঘোষণা হয়েছে, তার নড়চড় হবে না। ভোটের ফল শেষ পর্যন্ত এনডিএ জোটের পক্ষেই থাকলে, মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ কুমারই। বিহারের বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, "ভোটের অনেক আগেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নড্ডা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমি দীর্ঘ দিন ধরেই বলে আসছি, নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে বিহারে সরকার গঠন করবে এনডিএ।" এদিন নাম না করেও বিরোধী জোটের মুখ আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের উদ্দেশে রাজ্য বিজেপি সভাপতির কটাক্ষ, "বিরোধীরা বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়েছে এবং ভোটারদের নানা প্রলোভন দেখিয়েছে। মানুষ বুদ্ধিমান। সত্যি-মিথ্যের পার্থক্য তাঁরা বোঝেন।"

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার বিহার বিধানসভার ২৪৩ আসনের ভোটগণনা শুরু হয় সকাল ৮টায়। প্রথম দিকের প্রবণতায় এগিয়ে ছিল তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে ইউপিএ জোট।

কিন্তু বেলা বাড়তেই ফল উল্টো দিকে ঘুরতে শুরু করে। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, গণনা সম্পূর্ণ হতে মধ্যরাত হয়ে যেতে পারে। তবে সন্ধে পর্যন্ত যা প্রবণতা, তাতে পাল্লা ভারী বিজেপি-জেডিইউ শিবিরের দিকেই। কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে একক বৃহত্তম দল হওয়ার পথে বিজেপি। আসন সংখ্যা অনেকটাই কমে শক্তি হারাতে চলেছেন নীতীশ কুমার ও তাঁর দল জেডিইউ।

ইভিএম যন্ত্রে কারসাজি করা যায় না, স্পষ্ট জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা চলছে। এখনো পর্যন্ত যা ফলাফল তাতে ৭৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। জোটসঙ্গী জেডিইউ এগিয়ে রয়েছে ৪৬ আসনে। অন্যদিকে মহাজোটের দুই কান্ডারী দল আরজেডি এগিয়ে রয়েছে ৬৭ আসনে এবং কংগ্রেস ২০ আসনে। ফলে ক্ষমতায় আসা নিয়ে নিশ্চিত বিজেপি-জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট। ইভিএমের কারসাজি অভিযোগে ইতিমধ্যেই সরব কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলের অভিযোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার সুদীপ জৈন জানিয়েছেন, ইভিএম হচ্ছে বলিষ্ঠ এবং কোনভাবেই তাতে কারসাজি করা যায় না। একাধিকবার ইভিএমের সত্যতাসত্য যাচাই করেছে দেশের শীর্ষ আদালত সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৭ সালে ইভিএম-কে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান করা হয়েছিল নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। ইভিএম এর গুণগত মান নিয়ে এখন সন্দেহ করা উচিত নয়। এর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে আর বাড়তি ব্যাখ্যা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিহারে বিজেপি-জেডি (ইউ) দু''টি করে আসনে জয়ী, আরজেডিও দু''টি আসনে

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.): মহাজোটকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে এনডিএ। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর দু''টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি ও জেডিইউ। আরজেডি জয়ী হয়েছে দু''টি আসনে। এনডিএ শরিক বিকাশশীল ইনসান পার্টি একটি আসনে জয়ী হয়েছে। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ২৪৩টি আসনের মধ্যে ১২৪টি আসনে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ। অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি), কংগ্রেস ও বামেদের মহাজোট এগিয়ে রয়েছে ১০৯টি আসনে। মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি এগিয়ে রয়েছে দু''টি আসনে, লোক জনশক্তি পার্টি একটি আসনে এবং ইএমআইএম চারটি আসনে এগিয়ে রয়েছে, নির্দল প্রার্থী তিনটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট ভাবে ইভিএমে কারসাজি করা হয়েছে, অভিযোগ দিগ্বিজয় সিংহেব

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি. স.): ইভিএমে কারসাজি তত্ত্ব খারিজ করে দিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কিন্তু কমিশনের বয়ানের সন্তুষ্ট নয় কংগ্রেস। বিহারের নির্বাচনে গণনার যা ট্রেন্ড তাতে মাত্র কুড়িটি আসনে এগিয়ে রয়েছে শতাব্দীপ্রাচীন এই দলটি।

উপনির্বাচনেও ভালো ফল করতে পারেনি কংগ্রেস। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দ্বিগবিজয় সিং জানিয়েছেন, ইভিএমকে কারসাজি করা যায় না এমনটা ভাবার কোন মানে নেই। সুনিয়োজিত এবং সংশ্লিষ্ট উপায়ে ইভিএমে কারসাজি করা হয়েছে। এমন আসন রয়েছে যেখানে কংগ্রেসের হারার কথাই নয়। কিন্তু সেখানে কয়েক হাজার ভোটে হারতে হয়েছে কংগ্রেসকে। আগামীকাল, বুধবার এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে দলের তরফে।

উত্তরপ্রদেশে বিধানসভা উপনির্বাচনে ফলাফলে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১০ নভেম্বর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে ভোট গণনা চলছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি এগিয়ে মাত্র একটি আসনে।

এই পরিস্থিতিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মঙ্গলবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের বিধানসভা এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে যে সাফল্য বিজেপি পেয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে উপনির্বাচনে। আগামী দিনেও বিজেপি ভালো ফল করবে।

নীতীশ কুমারের বাসভবনে গেলেন সুশীল মোদী, মঙ্গল পান্ডে

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহারে ভোটগণনা চলছে। এখনও পর্যন্ত ৭৩টি আসলে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। পিছিয়ে নেই আরজেডি। তারা এগিয়ে রয়েছে ৭২ আসেনে। বিজেপির জোটসঙ্গী জেডিইউ এগিয়ে রয়েছে ৪৫ আসনে। সার্বিকভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট মহাজোটের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের জেডিইউ সুপ্রিমো তথা বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাড়িতে গেলেন বিজেপি নেতা সুশীল কুমার মোদী এবং মঙ্গল পান্ডে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ- কে জোর টক্কর দিয়েছে আরজেডি। দিনের শেষে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির এম আই এম আইএম দল। এই নির্বাচনে তারা পাঁচটি আসনে এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে মায়াবতীর বিএসপি এগিয়ে রয়েছে একটি আসনে। নির্দল এগিয়ে দুটি আসনে। ফলে সরকার গড়ার ক্ষেত্রে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে ছোট দলগুলির ভূমিকা।

বিহারে ১৪টি আসনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন, বিজেপি জিতেছে ৬

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): ভোটগণনার প্রক্রিয়া এখনো চলছে বিহারে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ১৪টি আসনের পূর্ণাঙ্গ ফল ঘোষণা করা গিয়েছে। এতে বিজেপি জিতেছে ৬, আরজেডি ২, জেডিইউ ২, বিকাশের ইনসান পার্টি ২, কংগ্রেও ১, এআইএমআইএম ১টি আসনে জয়যুক্ত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট এগিয়ে রয়েছে ১২৩ আসনে, মহাজোট এগিয়ে রয়েছে ১১২, এআইএমআইএম ৫, বিএসপি ১, নির্দল ২। উল্লেখ করা যেতে পারে, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে বৃহত্তম দলের জায়গাটা ধরে রেখেছে বিজেপি।

দুপুর তিনটে পর্যন্ত বিহারে ১২৮ আসনে এগিয়ে রয়েছে এন ডি এ : নির্বাচন কমিশন

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ফল গণনা চলছে। দুপুর তিনটে পর্যন্ত যা অবস্থা তাতে ১২৮টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি-জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। বিজেপি এগিয়ে ৭৩ আসনে, জেডিইউ ৪৯, বিকাশশীল ইনসান পার্টি ৫, হাম ১ এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেস-আরজেডি মহাজোট এগিয়ে রয়েছে ১০৫টি আসনে। এর মধ্যে আরজেডি এগিয়ে রয়েছে ৬৭, কংগ্রেস ২০, সিপিআইএম ৩, সিপিআই ৩, সিপিআইএমএল ১২। অন্যদিকে হিন্দুস্তান আওয়াম মোর্চা ১ আসনে এগিয়ে রয়েছে, মায়াবতীর বিএসপি দুটি, আসাদউদ্দিন ওয়াইসির আইএমআইএম দুইটি, লোক জনশক্তি পার্টি দুইটি এবং নির্দল চারটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ইতিমধ্যেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটের কর্মীদের মধ্যে উল্লাসের ঢেউ উঠেছে।

২০২২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে ফের ক্ষমতায় আসবে বিজেপি : যোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১০ নভেম্বর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির ফলাফল নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ।

মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি অসাধারণ ফলাফল করেছে। দলের এই সাফল্যের জন্য সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা অভিনন্দন জানাই। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রার্থীরা ১৭ হাজার থেকে ৩২ হাজারের ব্যবধানে হারিয়েছে। থেকে প্রমাণিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে উত্তরপ্রদেশে ভালো কাজ হয়েছে। বুথ স্তরের কর্মীদের অসাধারণ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাই। এছাড়াও দলের হয়ে যেসব নেতারা প্রচার করেছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই।উত্তরপ্রদেশে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফল করবে বিজেপি। বিহারে এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে মোদী থাকলে সবই সম্ভব। উল্লেখ করা যেতে পারে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বিহার বিধানসভা উপ নির্বাচনে পাঁচটি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। দুটি আসনে এগিয়ে রয়েছে সমাজবাদী পার্টি।

পরাজয় গ্লানিকে আড়াল করতে ইভিএমকে দায়ী করছে কংগ্রেস শিবরাজ সিং চৌহান

ভোপাল, ১০ নভেম্বর (হি. স.): ইভিএমের কারসাজির অভিযোগ তুলেছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা দ্বিগবিজয় সিং। কিন্তু কংগ্রেস নেতার দাবিকে খারিজ করে দিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে যখন কংগ্রেস দল ১১৪টি আসনে জিতল। তখন ইভিএম নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। দ্বিগবিজয় সিং সত্যিটা কোনদিন মেনে নেবেন না। পরাজয়ের গ্লানি আড়াল করার জন্য সর্বদা বাহানা বানিয়ে যাবেন তিনি। মধ্যপ্রদেশ বিধানসভা উপনির্বাচনের যা পরিস্থিতি তাতে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ২১ আসনে, কংগ্রেস ৬, বহুজন সমাজ পার্টির গিয়ে রয়েছে ১ আসনে। মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকার এই উপ নির্বাচনের পর যে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো তাতে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড তিনসুকিয়া স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া শাখায়

তিনসুকিয়া (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড তিনসুকিয়া স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই) শাখায়। আগুন নেভাতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছে প্রায় ছয়টি দমকলের ইঞ্জিন। দুলিয়াজান থেকে আরও ইঞ্জিন ডেকে পাঠানো হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেল প্রায় পৌনে চারটা নাগাদ তিনসুকিয়া এসবিআই-এর চার তলে অবস্থিত কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। প্রথমে কালো ধোঁয়া কার্যালয়কে গ্রাস করে। আগুনের লেলিহান শিখা ক্ষণিকের মধ্যে চারতলা ছাড়িয়ে এসবিআই-এর পাঁচতলার কার্যালয়কেও গ্রাস করে। ইতিমধ্যে তিনসুকিয়া সদর অগ্নিনির্বাপক বাহিনী তাঁদের চারটি ইঞ্জিন নিয়ে অকুস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হচ্ছে দেখে ডেকে পাঠানো হয় দুলিয়াজান থেকে ওএনজিসি-র দমকল বাহিনীকে। দুলিয়াজান থেকে ইতিমধ্যে দুটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কসরত শুরু করেছে। জানা গেছে, আরও ইঞ্জিন আসছে।

বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন দমকলের আধিকারিকরা। জনৈক আধিকারিক জানান, আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ঘটনার ব্যাপারে তদন্ত করা হবে। আগে এলাকাকে আগুন গ্রাস থেকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

বিহার তার নিজের সরকার পেতে চলেছে, আত্মপ্রত্যয় সঙ্গে দাবি মনোজ ঝা-এর

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): ভোটগণনা এখনও চলছে বিহারে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে পিছিয়ে রয়েছে আরজেডি- কংগ্রেস মহাজোট। কিন্তু হাল ছাড়তে নারাজ আরজেডি। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দলের রাজ্যসভার সাংসদ মনোজ ঝাঁ জানিয়েছেন, বিহার তার নিজের সরকার পেতে চলেছে। কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রিটার্নিং আধিকারিকদের ভোট গণনা প্রক্রিয়া ধীরে করার নির্দেশ দেবেন না। এতে করে আপনি আপনার পরাজয় দেরি করে দিচ্ছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে ৭২টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, আরজেডি এগিয়ে রয়েছে ৭০, জেডিইউ ৪৭, কংগ্রেস ১৯, এলজেপি ১, অন্যান্যরা ৩৪।

একতরফা যুদ্ধবিরতি কুকি জঙ্গি সংগঠন ইউপিআরএফ-এর

ডিফু (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : কুকি জঙ্গি সংগঠন ইউনাইটেড পিপলসরিভলিউশনারি ফ্রন্ট সংক্ষেপে ইউপিআরএফ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। কারবি পাহাড়ে সক্রিয় এই কুকি জঙ্গি সংগঠনের স্বঘোষিত প্রতিরক্ষা সচিব চিংখানসেম গুইতে এক প্রেস বিবৃতি জারি করে মঙ্গলবার এ কথা ঘোষনা করেছে।

প্রেস বিবৃতিতে জঙ্গি নেতা চিংখানসেম গুইতে উল্লেখ করেছে, পাহাড়ি জেলা কাবরি আংলঙে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি আলোচনার মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে তার সংগঠন ইউপিআরএফ হিংসার পথ পরিহার করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে আসতে চায়। এই লক্ষ্য নিয়ে আগামীকাল ১১ নভেম্বর থেকে দুই মাসের জন্য ইউপিআরএফ একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে বলে জঙ্গি নেতা প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে। পাশাপাশি ইউপিআরএফ-এর সকল কমান্ডার ও ক্যাডারদের বুধবার থেকে কারবি পাহাড়ে সব ধরনের অভিযান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

দ্বারভাঙ্গা গ্রামাঞ্চল কেন্দ্র থেকে জয়ী আরজেডি প্রার্থী ললিত যাদব, জানাল নির্বাচন কমিশন

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট গণনা যত এগোচ্ছে তত ক্রমশ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিকে এগিয়ে চলেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার মাঝেই রাজ্যে প্রথম জয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বিহারের প্রথম জয়ী প্রার্থী হলেন দ্বারভাঙ্গা গ্রামাঞ্চল থেকে আরজেডি প্রার্থী ললিত যাদব। ৫৪ বছর বয়সী ললিত যাদব তার নিকটতম প্রার্থী ফরাজ ফাটমী কে পরাজিত করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বিহারে এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে ১২৯ আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি - জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট। মহাজোট এগিয়ে রয়েছে ১০৩টি আসনে।

সরকার গড়ার ক্ষেত্রে আশাবাদী আরজেডি

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহারে ভোটগণনা এখনও চলছে। এরই মধ্যে রাজ্যে সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আশাবাদী আরজেডি।

আরজেডি তরফে এক টুইট বার্তায় জানানো হয়েছে যে দলের সমস্ত প্রার্থী এবং কর্মীদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রতিটি জেলার থেকে খবর আসছে। পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে রয়েছে। আজ, মঙ্গলবার মধ্যরাত পর্যন্ত গণনা চলবে। আমরা নিশ্চিত মহাজোট সরকার গড়বে। বিহার পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। গণনা না হওয়া পর্যন্ত প্রার্থী এবং কর্মীরা যেন গণনাকেন্দ্র ত্যাগ না করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে মঙ্গলবার গণনা মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে। এখনও পর্যন্ত যা জানা যাচ্ছে তাতে ৭৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, আরজেডি ৬৭, জেডিইউ ৪৭, কংগ্রেস ১৮, এলজেপি ২, অন্যান্যরা ৩২। জোট হিসেবে এনডিএ এগিয়ে থাকলেও প্রত্যাশা থেকে কম আসন পেয়ে কিছুটা হলেও হতাশ জেডিইউ। এত কম সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে কি করে সরকারের রাশ নিজের হাতে রাখবেন নীতীশ কুমার সে নিয়ে দেখা দিয়েছে প্রশ্ন।

বিহার নির্বাচন : ইভিএম হ্যাক করা হয়েছে, দাবি পুস্পম প্রিয়ার

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.): বিহারে ইভিএম হ্যাক করা হয়েছে ফলাফল প্রকাশের দিন এমনই গুরুতর অভিযোগ করলেন, প্লুরালস পার্টির প্রধান পুস্পম প্রিয়া। তিনি বিহারের ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে রিগিং-এরও অভিযোগ করেছেন । বিহার বিধানসভা নির্বাচনে মহাজোট পিছিয়ে পড়তেই এভাবে একের পর এক টুইট করে বিজেপিকে আক্রমণ করেন পুস্পম প্রিয়া।

বিহারে সমীক্ষা রিপোর্ট ওলটপালট করে দিয়ে এগোচ্ছে এনডিএ জোট। মহাজোট পিছিয়ে পড়েছে। বিজেপির এই গতি মেনে নিতে রাজি নন প্লুরালস পার্টির প্রধান পুস্পম প্রিয়া। সরাসরি বিজেপির বিরুদ্ধে ইভিএম হ্যাকের অভিযোগ করেছেন তিনি। একের পর এক টুইটে প্লুরালস পার্টির প্রধান আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপি বিরুদ্ধে। তিনি দাবি করেছেন প্লুরালস পার্টির সব ভোট হ্যাক করে বিজেপি নিজের দিকে নিয়ে নিয়েছে। বিজেপির বিরুদ্ধে রিগিংয়ের অভিযোগ বিহারে বিধানসভা ভোটে দলের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন পুস্পম প্রিয়া।

উল্লেখ্য, লন্ডন থেকে এসেই উন্নত বিহারের লক্ষ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মাত্র ২৮ বছরের পুস্পম প্রিয়া। বিহারের দুটি কেন্দ্র থেকে প্রতিন্দ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি। দুটিতেই হারছেন পুস্পম প্রিয়া। বিসফি কেন্দ্রে নোটার থেকেও কম ভোট পেয়েছেন পুস্পম প্রিয়া। অন্যদিকে বাকিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে মাত্র ১২১টি ভোট পেয়েছেন তিনি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বয়স বাড়ে না মাধবনের

ভারতীয় অভিনেতা আর মাধবনের বয়স ৫০ বছর। তাঁর ভক্তরা এ কথা মানতে নারাজ। তাঁদের বক্তব্য, বয়স বাড়ে না প্রিয় তারকার। বয়সকে 'টি—টোয়েন্টি' ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলার বল বানিয়ে দিব্যি ছক্কা হাঁকিয়ে চলেছেন তিনি। টুইটারে এক ভক্ত রং দে বাসন্তি, থ্রি ইডিয়টস, তনু ওয়েডস মনুখ্যাত এই তারকার একটি ছবি শেয়ার করে লিখেছেন, 'বয়স সবাইকে জাপটে ধরতে ধরতে মাধবনের সামনে এসে থেমে গেছে।' ব্রিদ সিরিজ দিয়ে হইচই ফেলে দেওয়া এই তারকা রিটুইট করে মজা করে লিখেছেন, 'আরে ওসব কিচ্ছু না। এসব হলো চমৎকার রঙের কারসাজি।' যেন রং মেখে বয়সের ছাপকে হাওয়া করে দিয়েছেন মাধবন।

ভক্তরাও কম সরস নন। একজন বুদ্ধি করে মাধবনের ওই পোস্টের নিচে বাতলে দিয়েছেন নতুন বুদ্ধি।

তিনি বলেছেন, 'এক কাজ করুন। আপনার বয়স ৫০ আর অনিল কাপুরের ৬৩। কিন্তু আপনারা দুজনেই আটকে আছেন ২৫—এ। দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু আপনাদের বয়স বাড়ে না, আপনাদের উচিত "অ্যান্টি এজিং ক্রিমের" (যেসব ক্রিম মাখলে বয়সের বলিরেখা ধরা পড়ে না) বিজ্ঞাপন করা।'আরেকজন লিখেছেন, 'দুর্দান্ত স্যার। আপনি সব সময় পেশাদার, অবিশ্বাস্য রকমের পরিশ্রমী আর চমৎকার একজন মানুষ।

রংকে আপনার নিজের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে দেবেন না।' আরেকজন লিখেছেন, 'সত্যি করে বলেন তো স্যার, আপনি কী মাখেন? কী খান? কী করেন?' ভক্তদের এই প্রশ্নের উত্তরে মাধবন লিখেছেন, 'আমি কখনো অন্য কারও মতো হতে চাইনি।

একটা স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন করি। সময় নিয়ে খাই, পর্যাপ্ত ঘুমাই আর গলফ খেলি। এই তো।'

১৯৭০ সালে বিহারের জামশেদপুরের (বর্তমান ঝাড়খন্ড) এক তামিলভাষী পরিবারে বেড়ে ওঠেন তিনি। বাবা ছিলেন টাটা স্টিলের ব্যবস্থাপনা নির্বাহী আর মা ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপক। ২০০১ সালে মুক্তি পায় মাধবনের প্রথম হিন্দি ভাষার সিনেমা 'রেহনা হ্যায় তেরে দিল মে'।

মামলা জিতেছেন আম্বার, জনি শেষ

একের পর এক সম্পর্কের ভাঙাগড়া। সেই সঙ্গে আঠার মতো লেগে আছে পুরোনো সম্পর্কের তিক্ত আইনি লড়াই। এর মধ্যে সুখবর পেলেন হলিউড তারকা অ্যাম্বার হার্ড। ২০১৮ সালে ব্রিটিশ পত্রিকা দ্য সান 'ওয়াইফ বিটার জনি ডেপ' শিরোনামে প্রতিবেদন করে বিশ্বে হইচই ফেলে দিয়েছিল। সেসব কথা মিথ্যা দাবি করে মানহানির মামলা করেছিলেন ৫৭ বছর বয়সী ডেপ। সেই মামলায় জিতেছেন জনির সাবেক স্ত্রী, ৩৪ বছরের অ্যাম্বার হার্ড। ২ নভেম্বর মামলার রায় প্রকাশিত হয়।

রায়ে বিচারক নিকোল বলেছেন, 'অভিযোগকারী (জনি ডেপ) তাঁর অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ১৪টা ঘটনার বিস্তারিত ও সাক্ষ্যপ্রমাণের সাপেক্ষে বলা যায়, অ্যাম্বার হার্ড দাম্পত্য জীবনে শারীরিকভাবে নিগ্রহের শিকার হয়েছেন।'একে তো ফ্যান্টাস্টিক বিস্ট সিরিজ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে জনিকে, তার ওপর একের পর এক এন্ডোর্সমেন্ট হারাচ্ছেন বড় পর্দার ক্যাপ্টেন জ্যাক স্প্যারো। ব্যক্তিগত জীবন আর হলিউডের ক্যারিয়ারসবই শেষের পথে। হাতে নেই একটা সিনেমা। মামলা আর ক্ষতিপূরণে শেষ হয়ে যাচ্ছে জমানো অর্থও। জনি ডেপের এই দুঃসময় সহ্য করতে পারছেন না তাঁর ভক্তরা। টুইটারে চলছে 'জাস্টিস ফর জনি ডেপে'র ঝড়!

একজন টুইট করেছেন, 'নির্বাচন তো শেষ হলো। এখন আমরা জনি ডেপের অপূরণীয় ক্ষতির দিকে নজর দিই। অ্যাম্বার হার্ড একটা ডাইনি। বিশেষ বিবেচনায় তিনি জনিকে হারিয়েছেন।' আরেকজন লিখেছেন, 'অ্যাম্বার, একজন প্রতিষ্ঠিত হিরোর জীবনকে ছাই বানিয়ে উড়িয়ে দিলে। তুমি রাস্তায় মরো।' আরেকজন লিখেছেন, 'এমন একজন দয়ালু, ভালো মানুষের সঙ্গে অ্যাম্বার যা করল, তার মা জানতে পারলে মারা যাবে।' অন্যদিকে অ্যাম্বার মুখে কিছু না বললেও তাঁর আইনজীবী ইলেন চার্লসন ব্রিডিহফট বিজয়ের চিহ্ন দেখিয়ে বলেছেন, 'এই রায়ে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটাই সত্যি। আর এটা হওয়ারই ছিল।'

প্রথমবার শাহরুখ—আমির একসঙ্গে

বলিউডের তিন খানের সম্পর্ক তেমন 'ভালো' না, কথাটা সত্য নয়; বরং উল্টো। সালমান, শাহরুখ ও আমিররা নিজ দায়িত্বে একে অপরের কাজের প্রচারণা চালান। যেমন কিছুদিন আগে সালমান খান জানালেন, শাহরুখের একটি ছবিতে অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করবেন। সম্প্রতি জানা গেল আমির খানের নির্মিতব্য 'লাল সিং চাড্ডা'য় অতিথি শিল্পী হিসেবে অভিনয় করছেন শাহরুখ খান।

মুম্বাই মিরর জানিয়েছে, আমিরের ছবিতে শাহরুখ খানের অংশটুকু বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পরিচালনা করেছেন আমির খান। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এ দুই অভিনেতাকে একত্রে কখনো দেখা যায়নি। এই প্রথম তাঁরা একসঙ্গে কাজ করতে যাচ্ছেন। ভারতীয় বিনোদন সাময়িকী ফিল্মফেয়ার এ ঘটনাকে 'মহাকাব্যিক সহযোগিতা' হিসেবে উল্লেখ করেছে। তারা জানিয়েছে, দিল্লিতে হাজির হয়ে আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা'র কেমিও চরিত্রের শুটিং সেরে ফেলেছেন শাহরুখ। শুধু ক্যামেরার সামনে অভিনয় নয়, 'লাল সিং চাড্ডা'র সেটে হাজির হয়ে শাহরুখ ও আমির মেতে উঠেছিলেন আড্ডায়।

প্রসঙ্গত আইপিএল শুরু হওয়ার পরই দুবাইতে গিয়েছিলেন শাহরুখ। স্ত্রী গৌরী ও সন্তানদের নিয়ে দুবাইতে উদযাপন করেন

নিজের ৫৫তম জন্মদিন। আইপিএলের কারণে এখন সেখানেই আছেন তিনি। আমিরের ডাকে দুবাই থেকে দিল্লিতে গিয়ে 'লাল সিং চাড্ডা'র শুটিং করেছেন তিনি।

শুধু অভিনয় নয়, ছবিটির প্রচারেও এগিয়ে এসেছেন শাহরুখ। গত বুধবার আমিরের 'লাল সিং চাড্ডা'র লোগো মুক্তির পরই দেখা গেল শাহরুখ সেটার প্রচারে সক্রিয় হয়েছেন। আমিরের ছবির লোগো-ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করে শাহরুখ লিখেছেন, 'দোস্ত, তুমি একটা আস্ত গল্প। তোমার নতুন জার্নির জন্য শুভকামনা।' জানা গেছে, 'লাল সিং চাড্ডা'র ভিএফএক্স-এর কাজ করছে শাহরুখ খানের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রেড চিলিজ। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে টুইট করে সে খবর জানানো হয়েছে।

১৯৮৬ সালে 'ফরেস্ট গাম্প' উপন্যাসটি লিখেছেন মার্কিন লেখক উইনস্টোন গ্রুম। ১৯৯৪ সালে এর ওপর ভিত্তি করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন পরিচালক রবার্ট জেনাকিস। টম হ্যাঙ্কস অভিনীত ছবিটি মুক্তির পর সেরা ছবি, সেরা পরিচালনা এবং সেরা অভিনয়সহ আরও তিনটি বিভাগে মোট ছয়টি অস্কার জিতে নেয়। সেই অস্কারজয়ী 'ফরেস্ট গাম্প'-এর পুনর্নির্মাণ করছেন আমির খান, যে ছবির নাম 'লাল সিং চাড্ডা'। ছবিটি প্রযোজনার পাশাপাশি এতে অভিনয় করছেন আমির। এ ছবি মুক্তির প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলিউডের মিস্টার পারফেকশনিস্ট। ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২২ সালের বড়দিনে।'লাল সিং চাড্ডা'য় আমির খানের নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করবেন কারিনা কাপুর খান। তাঁর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর জানার পর তড়িঘড়ি করে শুটিংয়ের আয়োজন করেন আমির। কারিনাও মুম্বাই থেকে দিল্লি গিয়ে 'লাল সিং চাড্ডা'র বাকি শুটিং শেষ করেন।

মাদকের খোঁজে অর্জুন রামপালের বাড়িতে তল্লাশি

কেঁচো খুঁড়তে বেরিয়ে এসেছে সাপ। সুশান্তের মৃত্যু রহস্যের তদন্তের হাত ধরে উঠে এসেছে বলিউডের মাদককাণ্ড। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (এনসিবি) গভীরভাবে তদন্ত চালাচ্ছে। একাধিক বলিউড তারকাকে পড়তে হয়েছে এনসিবির জেরার মুখে। বেশ কিছু বলিউড অভিনেতার বাসায় হানা দিয়েছে এই তদন্তকারী সংস্থা। এবার অর্জুন রামপালের বাসায় তল্লাশি চালালেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর (এনসিবি) কর্মকর্তারা। সোমবার দুপুরে এনসিবি অর্জুন রামপালের বান্দ্রার বাসায় হানা দেয়। জানা গেছে, প্রায় দুই ঘণ্টার মতো তল্লাশি চালান তাঁরা। এনসিবির কাছে খবর ছিল, এই বলিউড তারকার বাসায় মাদক আছে। তবে তাঁর বাসা থেকে কোনো কিছু উদ্ধার হয়েছে কি না, এখনো তা জানা যায়নি।

এর আগে এনসিবি অগিসিয়ালোস ডেমেট্রিয়েডসকে মাদক রাখা এবং বিক্রি করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি অর্জুনের প্রেমিকা গ্র্যাবিয়ালা ডেমেট্রিয়েডসের ভাই। অগিসিয়ালোস জামিনে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। তবে এনসিবি আবার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে বলেও শোনা যাচ্ছে। এনসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল যে অগিসিয়ালোসের মাদক সরবরাহকারীদের সঙ্গে গভীর সংযোগ আছে। আর এদের কাছ থেকেই রিয়া, শৌভিক, স্যামুয়েল মিরান্ডা, দীপেশ সাওন্ত সুশান্তের জন্য মাদক কিনতেন। অগিসিয়ালোসের সঙ্গে ওমেগা গোডউইনের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ওমেগা কোকেন সরবরাহের জন্য মুম্বাইতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।এক দিন আগে এনসিবি বলিউডের নামজাদা প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার বাসা থেকে গাঁজা উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে ফিরোজের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিলেন তাঁরা। এর আগে এনসিবি একই বিষয়ে রিয়া চক্রবর্তী, দীপিকা পাড়ুকোন, সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রাকুল প্রীত সিংসহ অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

দীপিকার সাবেক ব্যবস্থাপক কারিশমা প্রকাশকেও জেরা করেছেন তাঁরা। এনসিবি কারিশমার বাসা থেকে গাঁজা এবং সিবিডি অয়েল উদ্ধার করেছিল। ধর্মা প্রোডাকশনের সাবেক এক্সিকিউটিভ প্রযোজক ক্ষিতীশ প্রসাদকেও গ্রেপ্তার করেছিল এই তদন্তকারী সংস্থা। তবে অর্জুনের সাথে আর কোন কোন বিটাউন তারকার বাসায় এনসিবি তল্লাশি চালাবে, তা সময়ই জানিয়ে দেবে।

লক্ষণ ছিল না, কোভিড পজিটিভ দক্ষিণি তারকা

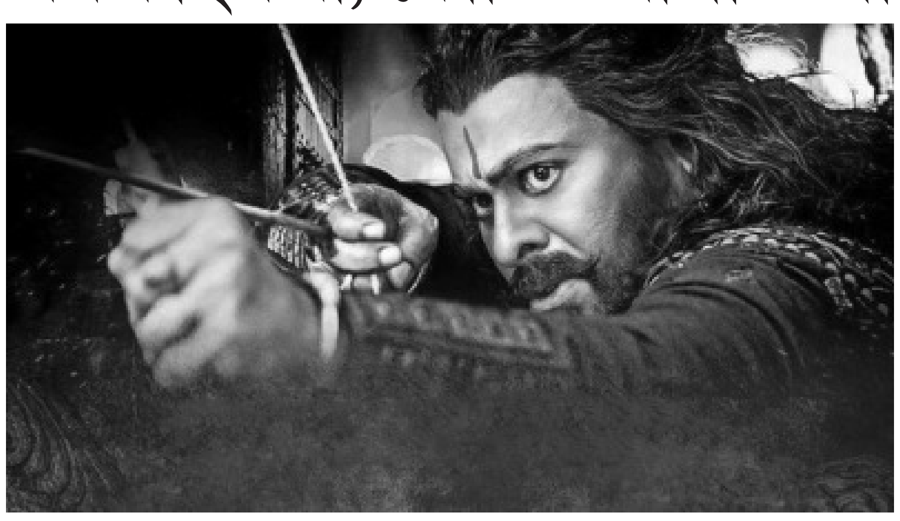

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ভুবনে আবার করোনার হানা। এবার করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলেন অভিনেতা চিরঞ্জীবী। সোমবার সকালে টুইটারে নিজেই সে কথা জানিয়েছেন দক্ষিণি সুপারস্টার। তবে তাঁর কোনো উপসর্গ নেই।

টুইটারে একটি বিবৃতি দিয়ে চিরঞ্জীবী বলেন, 'নিয়ম অনুযায়ী শুটিং শুরুর আগে করোনাভাইরাস পরীক্ষা করিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে। তবে আমার এখন কোনো উপসর্গ নেই এবং বাড়িতে কোয়ারেন্টিনে আছি।'

টুইটার ঘোষণায় দক্ষিণি এই তারকা গত পাঁচ দিনে তাঁর সঙ্গে যাঁরা দেখা করেছেন, তাঁদেরও করোনাভাইরাস পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'গত পাঁচ দিনে যাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাঁদেরও কোভিড টেস্ট করিয়ে নেওয়ার অনুরোধ করছি। সুস্থতা নিয়ে শিগগিরই আপনাদের আবার আপডেট জানাব।'

চিরঞ্জীবীর কোভিড পজিটিভ খবর আসার পর চিন্তা বেড়েছে দক্ষিণি চলচ্চিত্রের ভুবনে। আগের শনিবার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন চিরঞ্জীবী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও এক দক্ষিণি জনপ্রিয় তারকা নাগার্জুন। তেলুগু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তাঁরা। করোনাভাইরাসের জন্য রাজ্যের সিনেমা—সংক্রান্ত ব্যবসা যেভাবে ধাক্কা খেয়েছে, তা আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আসার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। হায়দরাবাদের বাইরে একটি নয়া ফিল্ম সিটি তৈরি নিয়ে সরকারের তরফে যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তা নিয়েও কথাবার্তা বলেছিলেন চিরঞ্জীবী এবং নাগার্জুন।

সেই সাক্ষাতের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল হয়েছিল। সেদিনের ছবিগুলো আজ আবার শেয়ার করছেন ভক্তরা।

কেননা, সেদিনের আলোচনায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা কেউ মাস্ক ব্যবহার করেননি। বৈঠকে ছিলেন মুখ্যসচিব সোমেশ কুমারসহ একাধিক প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ কর্তা। রামচরণের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন নাগার্জুন। সেখানেও কারও মুখে মাস্ক ছিল না।প্রসঙ্গত, বড় পরিকল্পনা নিয়ে 'আচার্য' সিনেমার কাজ শুরু করেছিলেন চিরঞ্জীবী। কিন্তু করোনার সংক্রমণ শুরু হলে মার্চ মাসে 'আচার্য'র শুটিং বন্ধ রাখেন তিনি। তবে শুটিং শুরুর আগে করোনায় পজিটিভ হলেন। ফলে তাঁর ফিল্মের শুটিং বন্ধ রাখা হবে আবার।

কর্মবিনিয়োগ ও জনশক্তি পরিকল্পনা দপ্তর
মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা (ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, পশ্চিম ত্রিপুরা)

অনলাইন জবফেয়ার এর বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরির জন্য অনলাইন জবফেয়ার অনুষ্ঠিত হবে।

জবফেয়ার এর জন্যে রেজিস্ট্রেশন এর তারিখ ঃ আগামী ৯ই নভেম্বর থেকে ১৩ই নভেম্বর ২০২০-এর মধ্যে অনলাইন এ নাম নথিভুক্ত/রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

প্রার্থীদের জন্যে রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি ঃ

(১) প্রার্থীদের এনসিএস রেজিস্ট্রেশন/এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কার্ড অবশ্যই থাকতে হবে। যাদের কার্ড নেই, তারা নিকটবর্তী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এ গিয়ে কার্ড তৈরি করে নেবেন।

(২) https://rb.gy/crxe6s এই লিঙ্ক এর মাধ্যমে অনলাইন-এ ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে। অনলাইন ফর্ম ফিল-আপ-এ কোনো অসুবিধা হলে ০৩৮১-২৩২৬৫৮২ এই নম্বর-এ যোগাযোগ করুন, অথবা নিকটবর্তী এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস এ যোগাযোগ করুন।

অনলাইন টেস্ট ও ইন্টারভিউ এর তারিখ ঃ আগামী ১৩ থেকে ১৭ই নভেম্বর, ২০২০, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫.৩০টা পর্যন্ত অনলাইন/টেলিফোন এ ইন্টারভিউ নেয়া হবে। নিয়োগকর্তা ও পদের বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হল ঃ

Name of Employer	Job Title	Place of Posting	Salary (Per month)	Whether accommodation will be arranged by the Employer (Yes/No)	No of vacancy	Qualification and Experience	Age limit (If any)
Anand Group of Industries by Employability Bridge	Operating Engineer (OE) Trainees	(1) Gurgaon, NCR (2) Pune, Maharastra	10,000/-	Accommodation provided for girls. For boys accommodation provided only for one year	180	1. 50% in 10th, 60% in 12, 60% in Diploma and not backlogs 2. For Male Candidates: Diploma in Mechanical/ Automobile/ Production, For Female candidates: Diploma in Mechanical/ Automobile/ Mechatronics/ Electrical and Electronics/Electronics and Communication 3. Only candidates passed in 2020 can apply	Max 21 year old
MS Support Services Pvt. Ltd.	Centre Manager, English trainer, IT Trainer, Facility Domain Trainer, MIS Executive, Counselor etc	Agartala / Delhi	9755/- to 29999/-	Will be provided to non- locals only	14	1. Graduate, 2. Knowledge in MS-Office 3. Must know English, Hindi, Bengali and Preferable Kokborok. Experience in Social Work will be preferred. For some posts, experience in teaching will be preferred	20-40 years
Reliance Jio Agartala Centre	Home Sales Officer, Jio Point Manager, Jio Point Asst Manager	Agartala	9,000	No	19	HS Pass/Graduate Experience: 6 months-4 years in sales depending on posts (Preferable)	Upto 32 years
Total posts					213		

বিস্তারিত নোটিফিকেশন দেখতে employment.tripura.gov.in এই ওয়েবসাইট ফলো করুন বা www.facebook.com/mccagt facebookpage ফলো করুন। কোয়ালিফিকেশন ও অন্যান্য যোগ্যতা সঠিক থাকলে প্রার্থীদের নিয়োগকর্তারা আগামী ১৩ থেকে ১৭ই নভেম্বর, ২০২০, সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫.৩০ এর মধ্যে টেলিফোন বা skype এর মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেবেন। এই ইন্টারভিউতে নির্বাচিত প্রার্থীদের পরবর্তী সময়ে পার্সোনালিটি টেস্ট/ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ এর জন্য ডাকা হতে পারে।

বি.দ্রঃ (।) যেইসব প্রার্থী সিলেক্ট হবেন তাদের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন, কাজ ও অন্যান্য সময় সুযোগ-সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পর যেন কাজে যোগদান করেন।

(২) ভারত সরকারের ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা, নিয়োগকর্তা ও কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার মাধ্যমে এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব-সিকারের মধ্যে যে কোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল ক্যারিয়ার সেন্টার, আগরতলা দায়ী থাকিবে না।

ICA-D-828/20

মঙ্গলবার বিজেপির উদ্যোগে আগরতলায় প্রদীপ ও মোমবাতি বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুরোপুরি ফল প্রকাশ হতে প্রায় মাঝরাত হয়ে যাবে, জানাল নির্বাচন কমিশন

পাটনা ও নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের ভোটের ফল পুরোপুরি প্রকাশ হতে প্রায় মাঝরাত হয়ে যাবে। দুপুর সাড়ে বারোটা পর্যন্ত মাত্র ১৬ শতাংশ ভোট গোনা হয়েছে। ১.০৬ লাখ ইভিএম গুনতে অনেক বেশি সময় লাগবে। মঙ্গলবার ভোটগণনার মাঝে এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন। যেখানে ১৩০ আসনে এগিয়ে এনডিএ, ৯৮ আসনে মহাগঠবন্ধন এগিয়ে। ৭৬ আসনে ব্যবধান হাজারের কম। দুপুর আড়াইটা নাগাদ ভোটগণনার এই হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩১ শতাংশ।

মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে বিহারে শুরু হয়েছে বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। ভাগ্য জানা যাবে ৩,৭৫৫ জন প্রার্থীর। সর্বপ্রথম শুরু হয় পোস্টাল ব্যালট গণনা, এরপরই ইভিএম-এর ভোট গণনা শুরু হয়। বিহারে এবার তিন-দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে যথাক্রমে ৩ এবং ৭ নভেম্বর। ২৪৩-সদস্যের বিহার বিধানসভায় ৩৮টি আসন তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা ছাড়াও এদিন সকাল আটটা থেকেই দেশের ১১টি রাজ্যের ৫৮টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা শুরু হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের ২৮টি বিধানসভা আসন, গুজরাটে আটটি আসন, উত্তর প্রদেশের সাতটি বিধানসভা আসন, কর্ণাটক, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা ও নাগাল্যান্ডে দু”টি করে বিধানসভা আসন, এছাড়াও তেলেঙ্গানা, ছত্তিশগড় এবং হরিয়ানায় একটি করে বিধানসভা আসনের ভোটগণনা চলছে। উত্তর-পূর্বের রাজ্য মণিপুরের চারটি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগণনাও চলছে।

এদিকে, ভোট গণনা ঘিরে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আজ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা বিহারে। স্ট্রং রুম ছাড়াও ভোট গণনা কেন্দ্রগুলিতে ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় থাকছে আরও ৫৯ বাহিনী কেন্দ্রীয় পুলিশ। এক-একটি কোম্পানিতে মোটামুটি ১০০ জন করে কেন্দ্রীয় পুলিশ কর্মী-অফিসার রয়েছেন। জানিয়েছেন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার এইচআর শ্রীনিবাস।

পুরোপুরি নিশ্চিন্ত শিবরাজ, মধ্যপ্রদেশে ২১টি আসনে এগিয়ে বিজেপি

ভোপাল, ১০ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশে ২৮টি আসনের উপ-নির্বাচনের ফলাফলে স্পষ্ট, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের কোনও চিন্তাই নেই। দুপুর দু”টো পর্যন্ত ট্রেন্ড অনুযায়ী, মধ্যপ্রদেশে ২১টি আসনে এগিয়ে বিজেপি। কংগ্রেস এগিয়ে ৬টি আসনে এবং বহুজন সমাজ পার্টি এগিয়ে একটি আসনে। মধ্যপ্রদেশের ২৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে কার্যত ছিল পূর্ণাঙ্গ ভোটের মেজাজ। ভোটের ফলে সামান্য হেরফেরেই পাল্টে যেতে পারত যে কোনও পক্ষের ভাগ্য। কিন্তু ভোটগণনার প্রাথমিক প্রবণতায় স্পষ্ট, সসম্মানে উতরে যাচ্ছেন শিবরাজ সিং চৌহান। বিপদ কেটে যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের। ২৩০-সদস্যের মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় এই মুহূর্তে বিজেপির ১০৭ জন বিধায়ক এবং কংগ্রেসের ৮৭ জন বিধায়ক। দুপুর দু”টো পর্যন্ত ভোটের ফলের প্রবণতায় বিজেপি ২১ আসনে এগিয়ে রয়েছে। কংগ্রেস প্রার্থীরা এগিয়ে ৬টি আসনে। একটি আসনে বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী এগিয়ে। এই প্রবণতায় বিরাট কোনও পরিবর্তন না হলে কমল নাথের মুখ্যমন্ত্রিত্বে ফেরা যেমন কঠিন, তেমনই শিবরাজের সামনে রাস্তা পরিষ্কার। ইতিমধ্যেই মধ্যপ্রদেশে আনন্দ উদযাপন শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। গত মার্চে মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কংগ্রেস ছেড়ে তাঁর অনুগামী বিধায়কদের নিয়ে বিজেপিতে যোগ দেন জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। তার জেরে মধ্যপ্রদেশে কমল নাথের ১৫ মাসের সরকারের পতন হয়। মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসেন শিবরাজ। এ ছাড়া এক বিধায়কের মৃত্যু হয় এবং পদত্যাগ করেন কংগ্রেসের আরও এক বিধায়ক। সব মিলিয়ে ২৮টি আসনে উপনির্বাচন আসন্ন হয়ে পড়ে।

সুষ্ঠুভাবে চলছে বিহার বিধানসভা এবং একাধিক রাজ্যে উপনির্বাচনের গণনা প্রক্রিয়া : নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি. স.): ত্রুটিহীন এবং সুষ্ঠুভাবে বিহার বিধানসভা নির্বাচন এবং অবশিষ্ট ভারতে ৫৪টি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের ভোটগণনা হয়ে চলেছে বলে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার আশিস কুন্দ্রা জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত এক কোটিরও বেশি ভোটগণনা হয়েছে বিহারে। ফলে পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা পেতে সময় লাগবে। গণনা নিয়ে গাফিলতির কোন অভিযোগ এখনও জমা পড়েনি। কোস্টাল বেলট নিয়ে অপর ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্র ভূষণ জানিয়েছেন, এদিন সকাল আটটা পর্যন্ত যে পোস্টাল ব্যালটে গুলি পাওয়া গিয়েছে সেগুলো বলা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বিহারে বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে গণনায় এখনও পর্যন্ত ৭৬টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি, আরজেডি ৬৪টি আসনে এগিয়ে।

ভোটগণনায় সাতটি আসনে এগিয়ে এনডিএ, পিছিয়ে যাচ্ছেন মন্ত্রী লক্ষমেশ্বর

মধুবানী, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : বিহারের মধুবনী জেলায় ভোট গণনায় ধারাবিহকভাবে এগিয়ে চলেছে এনডিএ। জেলার দশটি বিধানসভা আসনের মধ্যে সাতটিতে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ এবং বাকি তিনটি আসনে মহাগঠবন্ধন এগিয়ে।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ জেলা প্রশাসন থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা গেছে, ভোটগণনায় এগিয়ে বিজেপি-জেডি (ইউ) জোট। সর্বশেষ তথ্যে ভোটগণনায় এগিয়ে রয়েছে হরলখির জেডিইউয়ের সুধাংশু শেখর, বেনিপট্টিতে পিএইচইড মন্ত্রী বিনোদ নারায়ণ ঝাঁ, খাজৌলিতে বিজেপির অরুণ শঙ্কর প্রসাদ, বাবোরবাহীর জেডিইউর মীনা কামত, বিজেপির হরিভূষণ ঠাকুর বাচোল, রাজনগর (সু)-তে বিজেপির রামপ্রীত পাসওয়ান, ঝাঁঝারপুরে বিজেপির নীতীশ মিশ্র। মধুবানিতে আরজেডির সমীর মহাসেঠ, লাউখায় আরজেডির ভারতভূষণ মন্ডল এবং ফুলপাড়াতে কংগ্রেসের কৃষ্ণনাথ পাঠক এগিয়ে রয়েছেন।গণনায় আপতত পিছিয়ে রয়েছেন মন্ত্রী লক্ষ্মেশ্বর রায়।

ইভিএম যন্ত্রে কারসাজির অভিযোগ তুললেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা যত গড়াচ্ছে ততোই পিছিয়ে পড়ছে আরজেডি- কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট। সর্বশেষ ভোট গণনায় দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৭৩ আসানে। জোটসঙ্গী জেডিইউ এগিয়ে ৪২ টিতে। অন্যদিকে আরজেডি এগিয়ে রয়েছে ৭৫ আসনে। কংগ্রেস অবস্থা ভয়াবহ তারা এগিয়ে রয়েছে মাত্র ২৩ আসনে। দলের এই ভরাডুবির জন্য ইভিএম কে দায়ী করলেন কংগ্রেস নেতা উদিত রাজ।

মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, কেউ যদি চাঁদ এবং মঙ্গলে কৃত্রিম উপগ্রহকে পৃথিবীর মাটিতে থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তবে তাদের কাছে ইভিএম কি জিনিস। হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনেও কয়েকজন হ্যাকারকে ইভিএম ব্লুটুথের মাধ্যমে হ্যাকিং করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছিল। এই কথা সমস্ত নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধুমাত্র বিহারের জন্য নয়।

পুঞ্চের একাধিক সেক্টরে পাক হামলা, প্রত্যাঘাত ভারতের

জম্মু, ১০ নভেম্বর (হি.স.): সংঘর্ষ-বিরতি লঙ্ঘন করে ফের আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অবস্থিত ভারতীয় সেনাছাউনি ও সীমান্ত সংলগ্ন একাধিক গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ প্রত্যাঘাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনী।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে পুঞ্চ জেলার শাহপুর, কিরনি ও কাসবা সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর গোলাগুলি বর্ষণ করে হামলা চালায় পাক সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টারও নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রত্যুত্তরে পাক সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ

কংগ্রেস ডুবতে থাকা জাহাজ, জন-সম্পর্কও হারিয়েছে : বিজয় রূপানি

গান্ধীনগর, ১০ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। কংগ্রেসকে ডুবতে থাকা জাহাজের সঙ্গে তুলনা করে মঙ্গলবার বিজয় রূপানি বলেছেন, জন-সম্পর্কও হারিয়েছে কংগ্রেস। মঙ্গলবারই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। বিহারের পাশাপাশি ১১টি রাজ্যে উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে এদিনই। সর্বত্রই মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস। গুজরাটেও ভরাডুবির শিকার হয়েছে কংগ্রেস।এমতাবস্থায় কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি বলেছেন, ”কংগ্রেস ডুবতে থাকা জাহাজ, জন-সম্পর্কও হারিয়েছে তাঁরা। সর্বত্রই তাঁদের বিরুদ্ধে জনমত ও ফলাফল। প্রসঙ্গত, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী যখন এই মন্তব্য করেছেন, তখন গুজরাটের ৮টি আসনের উপ-নির্বাচনে প্রত্যেকটিতে এগিয়ে বিজেপি।

হাসানপুর কেন্দ্রে এগিয়ে তেজপ্রতাপ যাদব

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : ছয় রাউন্ডের গণনা শেষে বিহারের হাসানপুর বিধানসভা কেন্দ্রে এগিয়ে রয়েছেন আরজেডি প্রার্থী তথা লালুপ্রসাদ যাদবের পুত্র তেজ প্রতাপ যাদব। মঙ্গলবার সকালে ভাই তেজস্বী যাদব রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারে আশা প্রকাশ করে টুইট করেছিলেন তেজ প্রতাপ। সেখানে তিনি লিখেছিলেন তেজস্বী ভবো বিহার। যদিও সার্বিকভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোটের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় তেজ প্রতাপ জানিয়েছিলেন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সিংহাসনটাই তেজস্বীর কাছে জন্মদিনের সবথেকে বড় উপহার হতে চলেছে।

বিহার বিধানসভা নির্বাচনে এগিয়ে থেকেও লাড্ডু বিতরণ নয়, চূড়ান্ত সতর্ক বিজেপি

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি. স.): পূর্ব ভারতের অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য বিহার বিধানসভা ভোট গণনার এখনো পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। সর্বশেষ পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জানা যাচ্ছে যে রাজ্যের ৭৪ টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। জোটসঙ্গী জেডিইউ এগিয়ে ৪৫ আসনে। অন্যদিকে মহাজোটের অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি দল আরজেডি এবং কংগ্রেস এগিয়ে যথাক্রমে ৭০ এবং ২২ আসনে। ভোট গণনার নিরিখে এগিয়ে থেকেও এখনই খুশিতে লাড্ডু বিতরণ করতে নারাজ বিজেপি।

সম্প্রতি একাধিক রাজ্য যেমন মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে জনমত সমীক্ষায় এগিয়ে থেকেও নির্বাচনে হারতে হয় বিজেপিকে। তাই এবার চূড়ান্ত সতর্ক বিজিবি শীর্ষ নেতৃত্ব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্যের এক বিজেপি নেতার কথায় লাড্ডু প্রস্তুত রয়েছে কিন্তু চূড়ান্ত ফলাফল জানার পরেই তা বিতরণ করা হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিকে এগিয়ে চলো চূড়ান্ত ফল পাওয়ার পরই উল্লাসে মেতে উঠবে দলীয় কর্মীরা। অন্যদিকে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে জেডিইউ মাত্র ৪৫ আসনে এগিয়ে রয়েছে। ফলে ক্ষমতায় এলে এনডিএ মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নীতীশ কুমার হবেন কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

যা কথা দিয়েছিলাম করে দেখিয়েছি, আত্মপ্রত্যয় মনোজ ঝায়ের

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.): জোটসঙ্গী কংগ্রেস পিছিয়ে পড়লেও বিজেপিকে যথেষ্ট টক্কর দিতে পেরেছে কংগ্রেস। সর্বশেষ ভোট গণনায় দেখা যাচ্ছে যে বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৭৩ আসানে। জোটসঙ্গী জেডিইউ এগিয়ে ৪২ টিতে। অন্যদিকে আরজেডি এগিয়ে রয়েছে ৭৫ আসনে। কংগ্রেস অবস্থা ভয়াবহ তারা এগিয়ে রয়েছে মাত্র ২৩ আসনে।

এখনো পর্যন্ত ভোটের ফলাফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বর্ষীয়ান আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা জানিয়েছেন, আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আপনাদের (সাংবাদিক) সঙ্গে মিলিত হবো। প্রমাণ করে ছাড়বো যা কথা দিয়েছিলাম তা রাখতে পেরেছি। উল্লেখ করা যেতে পারে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে মনে করা হচ্ছে এই নির্বাচনে আরজেডি নেতৃত্বাধীন মহাজোট হেরে গেলেও সফল রাজনৈতিক চরিত্র হিসেবে উঠে এসেছেন তেজস্বী যাদব।

বম্বে হাইকোর্টে মেলেনি জামিন, সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন অর্ণব গোস্বামী

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.): সোমবারও বম্বে হাইকোর্টে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পাননি রিপাবলিক টিভি-র এডিটর-ইন-চিফ অর্ণব গোস্বামী। ২০১৮ সালের আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় গ্রেফতার অর্ণব এবার বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। অর্ণব সুপ্রমী কোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন মঙ্গলবারই। ২০১৮ সালে ইন্টিরিয়ার ডিজাইনার অন্বয় নায়েক এবং তাঁর মা কুমুদ নায়েককে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মামলায় গত ৪ নভেম্বর অর্ণব-সহ অপর দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল আলিবাগ পুলিশ। গ্রেফতার হন ফিরোজ শেখ এবং নীতিশ সারদাও। সেদিনই অর্ণবকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় আলিবাগের একটি আদালত। সেই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন অর্ণব। কিন্তু সেখানে সোমবারও স্বস্তি মেলেনি। ৪৭ বছর বয়সী অর্ণবকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেয়নি বম্বে হাইকোর্ট। তাই বম্বে হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অর্ণব গোস্বামী এবার দেশের সর্বোচ্চ আদালতের কাছে জামিনের আবেদন জানালেন।

বিএসএফের অভিযানে শিলচরে এক কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, গ্রেফতার দুই পাচারকারী

শিলচর (অসম), ১০ নভেম্বর (হি.স.) : বিএসএফের বিশেষ অভিযানে কাছাড় জেলা সদর শিলচরের রংপুরে এক কোটি টাকার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট সহ দুই পাচারকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের বাঁশকান্দির পার্শবর্তী কেকমারা থাঙ্গলবাজারের আব্দুল রজাক (৪০) এবং কাশীপুরের কাবলিপুর গ্রামের জনৈক সিরাজ উদ্দিনের ছেলে রিপন বড়ভুইয়াঁ বলে শনাক্ত করা হয়েছে

মঙ্গলবার এই খবর দিয়ে কাছাড়-মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের জনৈক বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের গোয়েন্দা সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার বিকেলে জিরিবামগামী (মণিপুর সীমান্ত) শিলচরের রংপুর দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে স্থানীয় পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালানো হয়েছিল। ওই অভিযানে দুই নেশাদ্রব্য পাচারকারী আব্দুল রজাক এবং রিপন বড়ভুইয়াঁর হেফাজত থেকে কুড়ি হাজারটি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছেন তাঁরা।

আধিকারিকটি জানান, এককেটি ইয়াবা ট্যাবলেটের স্থানীয় বাজারমূল্য ৫০০ টাকা। সেই হিসাবে ২০ হাজার ট্যাবলেটের দাম মোট এক কোটি টাকা হবে বলে মনে করছেন তাঁরা। বাজেয়াপ্তকৃত নেশার ট্যাবলেট সহ ধৃতদের শিলচর সদর পুলিশের হাতে সমঝে দিয়েছে বিএসএফ। তিনি জানান, ইয়াবা ছাড়াও তিনটি দামি মোবাইল হ্যান্ডসেট এবং একটি দেড় লক্ষ টাকার নিউ ব্র্যান্ড বাজাজ পালসার মটর বাইক পাচারকারীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করে পুলিশের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছ। ধৃতদের দুই ব্যক্তিকে নিয়ে রংপুরের অপর স্থানে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে বিএসএফের আধিকারিকটি জানান।

করোনা-সংক্রমণ ৮৬-লক্ষ ছুঁইছুঁই, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,২৭,০৫৯

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.): দৈনিক করোনা-সংক্রমণ এবং মারণ এই ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা আগের তুলনায় অনেকটাই কমলেও, কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৬-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫, ৯১,৭৩১-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৮,০৭৪ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৭,০৫৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪২,০৩৩ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৯,৫৯,৪০৬ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ০৫ হাজার ২৬৫ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ৪,৪০৮ জন। ৯ নভেম্বর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৪৩,৬৬৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ১০,৪৩,৬৬৫টি স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৩৮,০৭৪টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১১,৯৬,১৫,৮৫৭টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় ১০.৪৩-লক্ষ, ভারতে ১১.৯৬ কোটির করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১০ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১১.৯৬ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১১,৯৬,১৫,৮৫৭-এ পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১০.৪৩ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ নভেম্বর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ১০,৪৩,৬৬৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১১, ৯৬,১৫,৮৫৭টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে দৈনিক কোভিড-১৯ টেস্ট স্বস্তি দিচ্ছে। স্বস্তি দিচ্ছে সুস্থতাও, তবে করোনায় মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১২৭,০৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৪৮ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৯৫,৯৪,০৬ জন। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫,০৫,২৬৫ জন করোনা-রোগী।

শোপিয়ান-এনকাউন্টারে নিকেশ দু”জন জঙ্গি, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

শ্রীনগর, ১০ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় সন্ত্রাস-নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার কুটপোরা এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর মঙ্গলবার সকাল থেকে শোপিয়ান জেলার কুটপোরা এলাকায় যৌথ অভিযান চালায় সেনাবাহিনীর ৩৪ রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সিআরপিএফ এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন লুকিয়ে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের নিশানা করে গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। পুলিশের পক্ষ থেকে জঙ্গিদের আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু, সন্ত্রাসীরা গুলি চালাতে থাকে। ফলে সুরক্ষা বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। গুলির লড়াইয়ে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

দারভাঙ্গা-সহ বিহারের ৯টি আসনে এগিয়ে বিজেপি, আরজেডি ৫টি আসনে

পাটনা, ১০ নভেম্বর (হি.স.): বিহারে প্রাথমিক গণনায় সমানে সামনে চলছে লড়াই। ২৪৩-সদস্যের বিহার বিধানসভায় জয়ের জন্য দরকার ১২২টি আসন। প্রাথমিক গণনা অনুযায়ী, দারভাঙ্গা-সহ বিহারে ৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। জেডিইউ এগিয়ে ৫টি আসনে। আরজেডিও ৫টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এছাড়াও কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে ৩টি আসনে, বিকাশশীল ইনসান পার্টি এগিয়ে একটি আসনে এবং বহুজন সমাজ পার্টি একটি আসনে এগিয়ে রয়েছে।

বিহারে মোট আসন ২৪৩, জিততে দরকার ১২২। ভোটের ফল কোন পক্ষে যাচ্ছে, এখনই তা বোঝা সম্ভব নয়। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং আরজেডি নেতৃত্বাধীন ইউপিএ শিবিরের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে সেখানে। আপাতত দেশবাসীর নজর বিহারের দিকেই।

তেলেঙ্গানায় দু”টি গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৬, আহত ৩ জন

হায়দরাবাদ, ১০ নভেম্বর (হি.স.): হায়দরাবাদের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে পাটানচেরুতে, আউটার রিং রোডে দু”টি গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৬ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে আউটার রিং রোডে দু”টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়। একটি গাড়িতে উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা ১০ জন যাত্রী ছিলেন, ওভারটেক করতে গিয়ে ওই গাড়িতে ধাক্কা মারে অন্য একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ৬ জনের এবং ৩ জন আহত হয়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, মৃত যাত্রীরা প্রত্যেকেই বেঙ্গালুরু থেকে এসেছিলেন, তাঁরা উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। আহত অবস্থায় ৩ জনকে পাটানচেরুর একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানোর কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

মঙ্গলবার ভোররাতে আগরতলায় সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ছবি- নিজস্ব।

মঙ্গলবার খুলল কলকাতার সায়েন্স সিটি

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার থেকে খুলল সায়েন্স সিটি। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে লকডাউন ঘোষণার পর থেকে বন্ধ ছিল এটি।

এমনিতে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে সায়েন্স সিটি। কিন্তু খোলার পর আপাতত দর্শকরা ঢুকতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। ১০টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত ৫০০ জন এবং ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত আরও ৫০০ জনকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অনলাইনে ছাড়াও যন্ত্রে টিকিট কাটার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। থাকবে স্যানিটাইজার যন্ত্র।

১৯৯৮ সাল থেকে টানা ২২ বছর নিজেদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হিসেবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন সায়েন্স সিটির কর্মীরা। টিকিট বিক্রি এবং হল ও মাঠ ভাড়া দিয়ে যা আয় হতো, তা থেকেই অধিকর্তা থেকে নিচু তলার কর্মী, সবার বেতন হত। ওই আয় থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্য যাবতীয় খরচও চলত। কিন্তু এবার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে সাহায্যের হাত পাততে বাধ্য হয়েছে সায়েন্স সিটি। আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানের কোমর ভেঙে গিয়েছে আর্থিক ভাবে দিয়েছে করোনা।সায়েন্স সিটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে, প্রশ্নের মুখে এখানকার কর্মীদের ভবিষ্যৎ। সায়েন্স সিটির অধিকর্তা শুভব্রত চৌধুরী বলছেন, ”তিন ভাবে আমাদের রোজগার হতো। দর্শকদের টিকিট, কনভেনশন সেন্টার ভাড়া এবং সায়েন্স সিটির মেলার মাঠ ভাড়া দিয়ে। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী, এখানে ১৫ লক্ষর বেশি দর্শক এসেছিলেন।” কিন্তু এই বছর এপ্রিল থেকে এক পয়সাও আয় নেই।মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে দেশের প্রতিটি জাদুঘর, সংগ্রহশালা, অ্যামিউসমেন্ট পার্ক, দর্শনীয় সৌধ এবং এই ধরনের সব কিছু। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, আলিপুর চিড়িয়াখানা, সায়েন্স সিটি, ভারতীয় জাদুঘরেও গত ক’মাস দর্শকদের প্রবেশ নিষেধ। কাজেই এই সব জায়গায় টিকিট বিক্রি থেকে এক পয়সাও আয় হয়নি এই সময়কালে।ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়ম কাউন্সিলের অধিকর্তা অরিজিৎ দত্তচৌধুরী বলছেন, ”সায়েন্স সিটি নিজেদের খরচ নিজেরা চালাবে, এমনটা পরিকল্পনা করেই এটা তৈরি করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে ওদের জন্য কোনও তহবিল নেই। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি, তাতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ছাড়া চালানো সম্ভব নয়।” তাঁর কথায়, ”ওখানে ৭৫ জন সরকারি কর্মী ও ২০০ জন আউটসোর্সড কর্মী রয়েছেন। আমি মন্ত্রকে সাহায্যের জন্য আবেদন করেছি।

খুলে গেল বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : কয়েক মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার ‘বিশ্ব বিজ্ঞান দিবসে’ ফের খুলল বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা (বিআইটিএম)। আকর্ষণ বাড়াতে এদিন প্রতিষ্ঠানের উদ্যানে স্থাপিত হয় ’জায়ান্ট ম্যাজিক ট্যাপ’।বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে ২০০১ সালে ‘ইউনেস্কো’ ২০ নভেম্বর তারিখটিকে ‘বিশ্ব বিজ্ঞান দিবস’ হিসাবে চিহ্নিত করে। ২০০২ থেকে স্মরণ করা হয় দিবসটিকে।উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর ২ মে বিআইটিএম-এ একটি নতুন অত্যাধুনিক ডিজিটাল টেকনলজি গ্যালারির উদ্বোধন হয়। প্রতিষ্ঠানের হীরক জয়ন্তী উৎসবের অঙ্গ হিসেবে এই বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ে এই নতুন উদ্বোধিত গ্যালারিতে আছে ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নতি কিভাবে বিনোদন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান করে নিয়েছে। গ্যালারিতে ১৫টি প্রদর্শ আছে এবং প্রায় ১০টি বিভিন্ন মাল্টি-মিডিয়া এবং ইন্টার‍্যাক্টিভ নমুনাও রাখা হয়েছে। মোশন সেন্সিং, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, ভাচু্য়াল রিয়্যালিটি, মাইন্ড ম্যাপিং টেকনিক, গেশচার রেকগনিশন ইত্যাদি প্রযুক্তির মাধ্যমে দর্শকদের বিভিন্ন ডিজিটাল ইনস্টলেশনের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার সুযোগ আছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

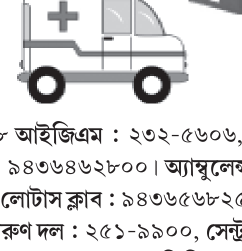

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আয়ের সাথে সঙ্গতিহীন সম্পত্তির খোঁজ খবর নিতে ধলেশ্বরে এক প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালায় আয়কর, ইডি এর টিম। ছবি নিজস্ব।

রাত পোহালেই চালু লোকাল ট্রেন, জোর কদমে প্রস্তুতি স্টেশনে

কলকাতা,১০ নভেম্বর(হি স): অপেক্ষার অবসান। রাত পোহালেই আনলক লোকাল ট্রেন। বুধবার থেকে ফের চাকা ঘুরবে লোকাল ট্রেনের। তার আগে মঙ্গলবার জোরকদমে শিয়ালদহ স্টেশনে চলছে প্রস্তুতি।

বুধবার থেকে লোকাল ট্রেন চলার আগে জোরকদমে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ট্রেন চলার আগে মঙ্গলবার ট্রেনগুলির প্রতিটি কোচে চলছে জীবানুমুক্ত করণের কাজ। যাত্রী সুরক্ষা নিশ্চিত জীবানুমুক্ত করণের কাজ করছে রেল কর্তৃপক্ষ। চলছে ট্রেনে কামরার আসন চিহ্নিতকরনের শেষ মুহূর্তের কাজও। প্রাথমিকভাবে সিদ্ধান্ত হয়েছে ট্রেনে ১২০০ লোক বসার বদলে বসবে ৬০০ লোক। সেভাবেই ট্রেনে করা হচ্ছে চিহ্নিতকরণ। জানা গিয়েছে নতুন টাইমটেবিল নয়, পুরনো টাইমটেবিল অদলবদল করে বুধবার থেকে চলবে ট্রেন।

উল্লেখ্য, বুধবার থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনে চলবে ৪১৩টি ট্রেন। শিয়ালদহ উত্তর ও মেইন শাখায় চলবে ২৭০টি ট্রেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ১৪৩টি ট্রেন চলবে। হাওড়া ডিভিশনে ২০২টি ট্রেন চলবে। বাকি ৮১টি ট্রেন চলবে খড়গপুর ডিভিশনে।

বিহারের ভোটের ফলে দুপুর থেকেই উত্তেজিত বাংলার নেটিজেনরা

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : এ যেন পড়শি রাজ্য নয়, নিজের রাজ্য। প্রায় এই রকম উদ্দীপনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের নানা অংশে। বিহারের ভোটের ফলাফল নিয়ে দুপুর থেকেই উত্তেজিত বাংলার নেটিজেনরা। সিংহভাগই খুশি। বেলা পৌনে দুটোয় বিভিন্ন চ্যানেলের সংবাদের প্রতিক্রিয়া অসংখ্য।

তীর্থ ঘোষ লিখেছেন, “বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ“। বাউদিয়া সুশীল লিখেছেন, “কিছুক্ষন আগে দুধেল গাইদের সাথে চামচাদের খুব লাফালাফি দেখছিলাম। কিন্তু যখনই প্রবণতা পাল্টাতে শুরু হল তক্ষনই গরুচোর ও চামচাদের যুক্তি দেয়া শুরু ইভিএম হ্যাক ও হাইজ্যাক।“ সুজিত ঘোষ লিখেছেন, “বিহার বিকাশকে ভোট দিয়েছে আর দেশদ্রোহীদের মুখে লাথি।“ সনাতন থানোস লিখেছেন, “চটি চাটা আর চামচা গুলো কোথায়?“ রিপন সূত্রধর লিখেছেন, “এখনই চটি চাটাদের মুখে শোনা যাবে ‘ইভিএম কারচুপি’র গল্প। “ অপর এক মন্তব্যে তিনি লিখেছেন, “আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিতে এখন বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে সবাইকে পিছনে ফেলে দিয়ে তৃণমূল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে সরকার গঠন করতে চলছে। “

রবীন গুঁই লিখেছেন, “বিহারবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, যেহুতু এক ব্যক্তি একসাথে দুটো রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন না, সাংবিধানিক নিয়ম নেই তাই বেগম ঠিক করেছেন আগে সংবিধান সংশোধন করবেন তারপর দুটো রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর আমেরিকায় বাইডেনকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দিয়েছেন কেননা উনি বিদেশে থাকতে পছন্দ করেন না। এদিকে মধ্যপ্রদেশ উপ নির্বাচনে দেখা যাচ্ছে তৃণূরা সবকটি আসনেই জিতেছে, তৃণূরা আমেরিকা জয় করে ভারত জয় করলো। এই আনন্দে বেগম কিছুক্ষন পর সাংবাদিক সম্মেলন করবেন। এখন গোটা ভারতবাসী সেদিকে তাকিয়ে বেগমজান কি বলবেন?“

সুরজিৎ সরকার লিখেছেন, “আজ বার্নল বৃষ্টি হোক।” দিয়া সেনগুপ্ত লিখেছেন, “অতিরিক্ত অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হোক নবান্ন - আলিমুদ্দিনে। “ অমিয় মুখার্জী লিখেছেন, “এবার যত দোষ, ইভিএম ঘোষ। বলি, তোমরা জিতলে গনতন্ত্রের জয়, আর বিজেপি জিতলে ইভিএম এর দোষ? মানুষ যে আর বোকা নেই, এটাই তার প্রমাণ মানুষ যে আর বোকা নেই এটাই তার প্রমান।”রবীন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন, “শুধু বিহার নয়, সেই দিন আসতে চলেছে নরেন্দ্র মোদী সরকার সারা দেশ শাসন করবে।‘

হাওড়া ডিভিশনে বুধবার থেকে চলবে ২০২টি ট্রেন

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : বুধবার থেকে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনে বর্তমান পরিস্থিতিতে ২০২টি ট্রেন চলবে। আগে ৪০৭ টি ট্রেন চলত।রেলসূত্রের খবর, হাওড়া-ব্যান্ডেল লাইনে সবথেকে বেশি ৩৮ টি ট্রেন চলবে। হাওড়া-তারকেশ্বর-আরামবাগ-গোঘাট লাইনে চলবে ১১০ টি ট্রেন। হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে চলবে ২০ টি ট্রেন। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে সেই সংখ্যাটা ২২। হাওড়া এবং কাটোয়ার মধ্যে চলবে ১২ টি ট্রেন। হাওড়া-তারকেশ্বের লাইনে চলবে ১৯ টি ট্রেন। হাওড়া-বারুইপাড়া লাইনে দুটি, হাওড়া-মাসাগ্রাম লাইনে চারটি, হাওড়া-হরিপাল লাইনে দুটি, হাওড়া-চন্দনপুর লাইনে দুটি, হাওড়া-পান্ডুয়া লাইনে দুটি এবং হাওড়া-গুড়াপ লাইনে দুটি ট্রেন চলবে। হাওড়া এবং শেওড়াফুলির মধ্যে ১৪ টি ট্রেন দেওয়া হয়েছে। হাওড়া এবং শ্রীরামপুরের মধ্যে সেই সংখ্যাটি ছয়। হাওড়া-বেলুড় মঠ লাইনে চারটি, হাওড়া-সিঙ্গুর লাইনে চারটি ট্রেন চলবে।

নন্দীগ্রাম দিবসে রাজনৈতিক হিংসায় মৃতদের স্মরণ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি. স.) : নন্দীগ্রাম দিবসের সকালে টুইট করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। টুইটারে তিনি লিখলেন, ””’আজ নন্দীগ্রাম দিবস। নতুন সূর্যোদয়ের নামে যে নৃশংস হত্যালীলা চলেছিল, তার ১৩ বছর পূর্তি হল। রাজনৈতিক হিংসায় বিশ্বের সর্বত্র যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। শান্তির জয় সর্বদা।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

যুব মোর্চার কর্মী হাজির হয়েছিলেন। জাতীয় পতাকায় মোড়ানো কফিনবন্দি শহিদ বীর জওয়ানের মরদেহ বাইক মিছিল করে ধলেশ্বরে তাঁর বাসভবনে নিয়ে যান যুব মোর্চার কর্মীরা।

অন্যদিকে, এলাকার মানুষ আগে থেকেই শহিদ জওয়ানের বাড়ির সামনে সমবেত হন। বীর সন্তানকে শেষবারের জন্য দেখতে এদিন মানুষের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাঁর মরদেহ বাড়িতে পৌঁছানোর পর সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি অধ্যাপক ড় মানিক সাহা, বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন সুদীপ সরকারের বীরগতি প্রাপ্তিতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সাথে তাঁর পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন তিনি। এদিন তিনি ঘোষণা করেন, মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে বীর শহিদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এছাড়া তাঁর দুই কন্যা সন্তানের ভবিষ্যত গড়ে তোলার বিষয়েও ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ত্রিপুরার বীর সন্তান সুদীপ সরকার শহিদ হয়েছেন। তাঁর এই অবদানে ত্রিপুরার পাশাপাশি সমগ্র দেশবাসী গর্বিত।

বিজেপি জোট

● প্রথম পাতার পর

হয়েছেন আরজেডি নেতা তেজ প্রতাপ যাদব। তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি রাজ কুমার রায়কে পরাজিত করেছেন। বৈশালী জেলার ম/য়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন তেজ প্রতাপ সেখান থেকে নিজের আসন পরিবর্তন করে হাসানপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবার। এই কেন্দ্রে অর্থাৎ হাসানপুর মুসলিম এবং যাদব ভোট তার পকেটে গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এখনো যা পরিস্থিতি তাতে এগিয়ে রয়েছে এনডিএ জোট। কিন্তু নির্ণায়ক হয়ে দেখা দিতে পারে বিএসপি এবং আসাদউদ্দিন ওয়েইসির দল। কংগ্রেসের তরফ থেকে ইভিএম কারসাজির অভিযোগ তোলা হয়েছিল কিন্তু তা খারিজ করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

গন্ডাছড়ায়

● প্রথম পাতার পর

আনে এবং দূত গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তিনি গন্ডাছড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওনার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলা জিবি হাসপাতালে রেফার করে। কিন্তু অত্যন্ত গরিব এই পরিবারের পক্ষে আগরতলা নিয়ে চিকিৎসা করানো এক প্রকার অসম্ভব। এমত অবস্থায় গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালেই তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। দিন এনে দিন খাওয়া এই পরিবারের চিকিৎসার জন্য সরকার এগিয়ে এলে তবেই ওনাকে বাচানো সম্ভব অন্যতায় মৃত্যুর কোলে যে ঢলে পরবে তাহা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে।মৃতদেহটি তার নিজ বাড়ি এলাকায় সৎকারের জন্য নিয়ে আসল এলাকার মানুষজন শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এলাকায় বন্যহাতির তাণ্ডব রয়েছে। বন্য হাতির দল সমতল এলাকায় নেমে এসে প্রতিনিয়ত ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে। সে কারণেই ধান ক্ষেতের আইলে বিদ্যুতের তার ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। যাতে হাতির দল ফসল নষ্ট করতে আসছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।হাতি মারার জন্য বিছিয়ে রাখা বিদ্যুতের তারে স্পৃষ্ট হয়ে শেষ পর্যন্ত নাবালকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

কমিউনিস্টরা মুখে শ্রমিকদের কথা বলেন। কিন্তু দুনিয়াজুড়ে শ্রমিকদের শোষণতন্ত্র হল কমিউনিস্টতন্ত্র। তবে, আজ বিচারধারা বদলে গেছে। কারণ, সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সরকার পৌঁছে যাচ্ছে। আমি নিজে অন্তিম ব্যক্তির জায়গা থেকে আজকে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি, উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন তিনি।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

লাইন থেকে এক প্রকার গা ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়। এনিয়ে তারা বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ারস্থিত পুলিশ লাইনের সামনে আন্দোলন করে পথ অবরোধে সামিল হয়।

গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

বেধড়ক মারধর করে। তাতে সরজিত সরকার রক্তাক্ত হয়।অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

বাজি না ফাটানোর আর্জি জানিয়ে শহরের আবাসনে প্রচার কলকাতা পুলিশের

কলকাতা, ১০নভেম্বর (হি. স.): করোনার জেরে চলতি বছরে বাজি ফাটানো ও বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে হাইকোর্ট। সেই মত মঙ্গলবার থেকে শহরের আবাসন গুলিতে প্রচার শুরু করল কলকাতা পুলিশ।

এদিন শহরের বিভিন্ন আবাসন, বহুতল গুলিতে ঘুরে ঘুরে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা মাইকিং করেন। বাজি না ফাটানো সহ বাজি বিক্রি না করতেও বারবার অনুরোধ করেন তাঁরা। এমনকি আবাসন গুলির দেওয়ালে পোস্টারও লাগিয়ে দেন আধিকারিক রা।

লোকজন

আটের পাতার পর

মূর্তি সম্পর্কে উনাদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় মেলাঘর থেকে শান্তির বাজারে মূর্কি আনার ফলে ক্ষতির সম্মুখিন হতেহয় স্থানীয় শিল্পীরা। যারফলে সঠিকমূল্যে বাজারে মূর্কি বিক্রি করতে পারেননা বলে জানান স্থানীয় মৃৎ শিল্পীরা। উনারা এও জানান বিগত দিনে লক্ষীর প্রতিমা বানিয়ে সঠিকভাবে বিক্রি করতে পারেননি। যারফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হতেহয়েছে মৃৎ শিল্পীদের। উনাদের একটাই দাবী বর্তমান রাজ্য সরকার যেন উনাদের সহায়তার হাত বাড়ীয়েদেন। যাতে করে উনারা উন্নতমানের প্রশিক্ষনের মধ্যদিয়ে মাটির সামগ্রী তৈরী করতে পারে। অপরদিকে সরকারি সহয়তা করলে উনারা খোব সহজে যন্ত্রাংশের মাধ্যমে মাটির সামগ্রী তৈরি করতে পারবে। এখন দেখার বিষয় এই কুমড় পাড়ার লোকজনদের সহায়তায় রাজ্যসরকার কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

রহস্য বাড়ছে

● প্রথম পাতার পর

এলাকার বাসিন্দা।তার নাম আখা পুনি (৩৪) পিতা আক্সা পুনি। তিনি কর্মসূত্রে বছর দেরেক পূর্বে কদমতলা থানা এলাকার কদমতলা সিন্ডিকেট ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।আজ ভোর চারটে নাগাদ ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আখা পুনি উনার ব্যাংকের একজন গ্রাহক বরগোল গ্রামের বাসিন্দা বাবুলালকে ফোন করে বলেন উনাকেনা একটি গাড়ি ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে ফেলে চলে গেছে। উনাকে সেই স্থান থেকে হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার জন্য।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফোন পেয়ে স্থানীয় যুবক বাবুলাল তড়িঘড়ি বাইক নিয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আখা পুনিকে রাস্তার পাশের খাদ থেকে তুলে দমকলকে খবর দেন। দমকলকর্মীরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থল থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় থাকা ব্যাংক ম্যানেজারকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বহি রাজ্য শিলচরের রেফার করলে ব্যাংক ম্যানেজারের অফিস স্টাফ তাকে শিলচরে নিয়ে যায়। বর্তমানের শিলচরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ব্যাংক ম্যানেজার আখা পুনির চিকিৎসা চলছে।পাশাপাশি কদমতলা সিন্ডিকেট ব্যাংকের ম্যানেজারের তরফ থেকে ধর্মনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।পুলিশ বর্তমানে ঘটনাটি তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে কদমতলা সিন্ডিকেট ব্যাংকের শাখার এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আখা পুনি বছর দেড়েক থেকে কদমতলা সিন্ডিকেট শাখায় কর্মরত এসিস্টেন্ট ম্যানেজারের দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি বহিরাজ্য মনিপুরের বাসিন্দা হওয়াতে ধর্মনগরের নয়াপাড়ায় একটি বাসাতে ভাড়া থাকতেন। সেই বাসা থেকে প্রতিদিন কদম তলায় আসা-যাওয়া করতেন। কিন্তু ইদানীংকালে উনাদের সিন্ডিকেট ব্যাংকের একটি শাখা প্রেমতলা হওয়াতে উনাকে প্রেমতলা বদলি করা হয়। সেই সুবাদে আজ ১০ নভেম্বর উনি ধর্মনগরের নয়াপাড়ার ভাড়া বাড়ি ছেড়ে প্রেমতলা এলাকায় একটি বাড়িতে বাসা ভাড়া করে আসার কথা ছিলো। সেই কারণে নয়াপাড়া স্থিত বাড়ি মালিককে বাড়ি ছাড়ার কথা জানিয়ে দেন আঁকা পুনি, বলে জানা গেছে।এমনকি গতকাল আখা পুনি নিজের ভাড়া বাড়িতে না থাকে উনার ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড দিপ চৌধুরির ধর্মনগর স্থিত ভাড়া বাড়িতে রাত কাটান।

রাতে কিছুটা পার্টি সাটি হয়েছে বলেও জানা গেছে। কিন্তু রাতের পার্টি শেষ হওয়ার পর সিকিউরিটি গার্ড দীপ চৌধুরীও আখা পুনি ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু গভীর রাতে ভাড়া বাড়ি থেকে কিভাবে সোনারুবাসা এলাকায় ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আসলেন তা এখনও ধোঁয়াশার মধ্যে বিরাজমান। কিভাবে রাস্তার পাশে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে রইলেন তা নিয়ে দেখা দিয়েছে হাজারো প্রশ্ন। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজার আঁকা পুনি নাকি বলেছেন, একটি ট্রাক উনাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গিয়েছে।তবে এত রাতে উনার ব্যাংকের সিকিউরিটি গার্ড দিপ চৌধুরি ভাড়া বাড়ি থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে কিভাবে আসলেন তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।

অপরদিকে দমকল কর্মীরা জানান, খবর পেয়ে সোনারুবাসা এলাকার রাস্তার পাশ থেকে ক্ষতবিক্ষত ভাবে পড়ে থাকা আশঙ্কাজনক অবস্থায় সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কের অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। উনাদের প্রাথমিক ধারণা মতে ওই ব্যক্তির ডান পায়ের হাঁটুর উপরে পায়ের হাড্ডি দু টুকরো হয়ে গিয়েছে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কদমতলা সিন্ডিকেট ব্যাংকের শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার আখা পুনি মাঝরাতে কিভাবে ধর্মনগর নয়াপাড়া থেকে ধর্মনগর কদমতলা সড়কের মাঝামাঝি স্থানে আসলেন। কেনই বা ওনার ভাড়া বাড়িতে না থেকে উনার অফিসের সিকিউরিটি গার্ড দ্বীপ চৌধুরীর ভাড়া বাড়িতে রাত কাটালেন। এবং কিভাবে উনার শরিরকে ক্ষতবিক্ষত করে ডান পা দু টুকরো হয়ে গেল।তা নিয়ে দেখা দিয়েছে হাজারো প্রশ্ন ?আসলে কি কোন গাড়ি রাতের আধারে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে ধাক্কা দিল, নাকি রাতের আধারে কোন দুস্কৃতিকারীর দল পরিকল্পিতভাবে তাকে প্রাণে মারার জন্য ওই স্থানে নিয়ে আসলো তা পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসবে বলে অভিমত নানা মহলের।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নেতা দিগ্বিজয় সিং। তিনি বলেন, ইভিএম কারচুপি-মুক্ত নয়। বেছে বেছে কারচুপি করা হয়। এমন অনেক আসন আছে, যেখানে কোনওভাবেই আমাদের হারার কথা নয়। কিন্তু সেখানে আমরা হাজার হাজার ভোটে বেরেছিল। আমরা আগামিকাল বৈঠক করব এবং ফলাফলের মূল্যায়ন করব। যদিও বিহার ভোট সংক্রান্ত সাংবাদিক বৈঠকে ইভিএম কারচুপির বিষয়টি পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।

এদিকে এবিষয়ে, কংগ্রেস নেতার দাবিকে খারিজ করে দিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। ম*লবার তিনি জানিয়েছেন, গত বিধানসভা নির্বাচনে যখন কংগ্রেস দল ১১৪টি আসনে জিতল। তখন ইভিএম নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠেনি। দ্বিগবিজয় সিং সত্যিটা কোনদিন মেনে নেবেন না। পরাজয়ের গ্লানি আড়াল করার জন্য সর্বদা বাহানা বানিয়ে যাবেন তিনি।

এদিকে উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে ভোট ফলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ম*লবার তিনি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের বিধানসভা এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে যে সাফল্য বিজেপি পেয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে উপনির্বাচনে। আগামী দিনেও বিজেপি ভালো ফল করবে।

ঘুমন্ত

● প্রথম পাতার পর

ছুটে আসেন ওসি দেবাশীষ সাহাসহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। সবাই মিলে তাকে ডাকাডাকি এবং নাড়াচাড়া করলেও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। তখনই বুঝতে পারেন পুলিশকর্মী অনিল কৃষ্ণ দাসের মৃত্যু হয়েছে। এ খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার। খবর দেওয়া হয় মৃতের বাড়িতেও। বেলা সাড়ে ১১ টায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করে পাঠিয়ে দেন লাশকাটা ঘরে। বিশালগড় মহাকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে করা হয় ময়নাতদন্ত। থানার একটি মহল জানিয়েছে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়নি। যদি ও হয়তোবা চিকিৎসকের প্রচেষ্টায় প্রাণও ফিরে পেতে পারতো সে। এ নিয়ে থানার অভ্যন্তরেই চলছে গুঞ্জন। তবে হাসপাতালের প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পুলিশকর্মী অনিল কৃষ্ণ দাসের। মৃত্যুকালে স্ত্রী দুই পুত্র এবং এক কন্যাসহ অসংখ্য গুনমুগ্ধ পরিজন রেখে গেছেন তিনি।তাছাড়া পুলিশ কর্মী অনিল কৃষ্ণ দাস নিজের দায়িত্ব সৎ ও নৃস্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।ওনার মৃত্যুতে বিশালগড় থানার সমস্ত পুলিশ শোকাহত।

কাজ

● প্রথম পাতার পর

চেয়ারম্যান বাহাদুর ইসলাম মজুমদার মহকুমা শাসক ব্লক আধিকারিক প্রশাসনের কর্মকর্তারা। জনপ্রতিনিধিরাও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে মসজিদ তৈরির জন্য ৩০লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিনের এই বকেয়া সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত শীঘ্রই বক্সনগর সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার কাজ শুরু করা সম্ভব হবে।

সুখবরের পর সুখবর পাচ্ছেন বাবর

কথাটা কয়েক দিন ধরেই ঢাক ঢাক গুড় গুড় শোনা যাচ্ছিল। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কত্ব আর আজহার আলীর দখলে থাকছে না। তাঁকে সরিয়ে দায়িত্ব তুলে দেওয়া হবে বাবর আজমের কাঁধে। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) আজ টুইটারে খবরটি নিশ্চিত করেছে। দেশটির টেস্ট দলের অধিনায়ক এখন সময়ের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যান বাবর। এর মধ্যে তিন সংস্করণেই পাকিস্তানের অধিনায়ক হলেন তিনি।পিসিবির টুইটে বলা হয়, 'পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বাবর আজমকে। এর মধ্য দিয়ে তিন সংস্করণেই অধিনায়ক হলেন তিনি। পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়া হবে তাঁর প্রথম দায়িত্ব।'

ডিসেম্বরে দুই টেস্ট খেলতে নিউজিল্যান্ড সফরে যাবে পাকিস্তান। সর্বশেষ ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আজহার আলী। তাঁর নেতৃত্বগুণ নিয়ে সে সিরিজেই প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেকে। আজ সন্ধ্যায় আজহারের সঙ্গে আলোচনা করেই টেস্ট অধিনায়ক পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন পিসিবি সভাপতি এহসান মানি। আজ জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজের শেষ টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের জয়ের পর এ সংস্করণের অধিনায়ক বাবরের সঙ্গে কথা বলে সুখবরটি জানান মানি। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ৩-০ ব্যবধানে জিতল বাবরের পাকিস্তান।সংবাদমাধ্যমকে মানি বলেন, 'গত বছর অধিনায়কের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসার জন্য আজহার আলীকে ধন্যবাদ জানাই। আমি মনে করি, পাকিস্তান দলের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আজহারের আরও অনেক দেওয়ার আছে। বাবর আজম নেতৃত্ব দিতে পারবেন, সেটি তাঁর উঠে আসার সময় থেকেই ভাবা হয়েছে। গত বছর তাঁকে সাদা বলের (ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) খেলায় অধিনায়ক বানানো হয়। নেতৃত্বগুণ ও পারফরম্যান্স দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, অধিনায়ক হিসেবে আরও দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। ভবিষ্যতে তাকিয়েই আমরা বাবর আজমকে অধিনায়ক করেছি।

বাবরের সফলতা কামনা করি।'টেস্ট অধিনায়ক হওয়ার অনুভূতি জানিয়ে বাবর বলেন, 'টেস্ট অধিনায়ক হতে পেরে খুবই গর্বিত। ক্রিকেটের সবচেয়ে শুদ্ধ এ সংস্করণে পাকিস্তানকে আগে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এমন অভিজাত কিছু ক্রিকেটারের সারিতে যেতে পারলাম। এখন বলতেই পারি, সততা ও একাগ্রতা থাকলে স্বপ্ন সত্যি হয়। গত মৌসুমে আজহার আলী যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। এটা কঠিন দায়িত্ব। তবে দলকে সাহায্য করতে আজহার আলী যে চেষ্টার ত্রুটি রাখবেন না, তা আমি জানি।'

২০১২ সালে পাকিস্তান অনূর্ধ-১৯ দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন বাবর। এর সাত বছর পর সাদা বলের সংস্করণের জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব পান তিনি। এবার পেলেন টেস্ট অধিনায়কের দায়িত্ব। ১৯৫২ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাকিস্তানের টেস্ট অধিনায়কদের লম্বা তালিকায় ৩৩ নম্বর অধিনায়ক হলেন বাবর।

সেঞ্চুরি করতে না দেওয়ায় ব্যাট ছুড়ে মারলেন স্টার্ক

ব্রিসবেনে ১৬ বছর আগের সেই টেস্ট ভোলার কথা নয় গ্লেন ম্যাকগ্রার। প্রথম ইনিংসে ৩৫৩ রান তোলে নিউজিল্যান্ড। খেলার তৃতীয় দিনে গ্লেন ম্যাকগ্রা যখন নামেন প্রথম ইনিংসে সাড়ে চার শ পার করে ফেলেছে অস্ট্রেলিয়া। ম্যাকগ্রা উইকেটে জমে গেলেও দল পাঁচ শ তুলে ফেলার পর ইনিংস ঘোষণা করতেই পারতেন তখনকার সর্বজয়ী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক রিকি পন্টিং।কিন্তু তা না করে ড্রেসিং রুমে সবাই উপভোগ করেছেন ম্যাকগ্রার ফিফটি তুলে নেওয়া আশ্চর্য ব্যাটিং। ম্যাকগ্রার হৃদয়ের দাবি অধিনায়ক হয়তো টের পেয়েছিলেন। টেস্ট ইতিহাসে অন্যতম সেরা বোলারের ফিফটিও আছেম্যাকগ্রার জন্য তা কতটা আনন্দের ব্যাপার হতে পারে, পন্টিং হয়তো বুঝেছিলেন।

নিউ সাউথ ওয়েলস অধিনায়ক পিটি নেভিল হয়তো তেমন ধাতে গড়া মানুষ নন। তিনি পন্টিং হতে পারেননি, তাই তো আজ শেফিল্ড শিল্ডে নিজের দলের বোলার মিচেল স্টার্কের রাগে ব্যাট ছুড়ে মারাও দেখতে হলো।

দীর্ঘ সংস্করণের ম্যাচে বোলারদের জন্য এমন মুহূর্ত সত্যিই কষ্টের। স্টার্কের কথাই ধরুন। চার দিনের ম্যাচে তাসমানিয়ার মুখোমুখি হয়েছে নিউ সাউথ ওয়েলস। প্রথম ইনিংসে ৬৪ রানে অলআউট হওয়া নিউ সাউথ ওয়েলস দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছিল ১৭৫ রানে পিছিয়ে থেকে। স্টার্ক যখন ৮ নম্বরে ব্যাটিংয়ে নামেন ১৫৮ রানের লিড পেয়ে গেছে তাঁর দল। অস্ট্রেলিয়া দলেও 'লেজ'-এ ব্যাট করা স্টার্ক ব্যাটিংয়ে অন্তত কোর্টনি ওয়ালশের মতো নয়টেস্টে ১০টি ও প্রথম শ্রেণিতে ১১টি ফিফটি আছে বাঁহাতি পেসারের।কিন্তু কোনো সেঞ্চুরি নেই। আজ সেই সুযোগ ছিল। কিন্তু নেভিল তাঁর বোলারের হৃদয়ের দাবি কানে তোলেননি। শন অ্যাবট সেঞ্চুরি তুলে নিতেই ইনিংস ঘোষণা (৬ উইকেটে ৫২২) করেন বেরসিক নিউ সাউথ ওয়েলস অধিনায়ক। স্টার্ক তখন অন্য প্রান্তে ৮৬ রানে অপরাজিত। বিশ্বজুড়ে ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করা এ পেসার মনের ক্ষোভটা আর লুকিয়ে রাখতে পারেননি। অ্যাবট অভিনন্দন জানাতে গেলে স্টার্কের মুখে ক্ষোভের ছবিটা পরিষ্কার বোঝা গেছে। মাঠ ছেড়ে ড্রেসিং রুমে ফেরার পথে ব্যাটটা রাগে ছুড়ে মারেন স্টার্ক। তাঁর এ ক্ষোভ যে অধিনায়কের ওপর সেটি না বললেও চলে।ম্যাচে বাকি আছে আরও এক দিন। নিউ সাউথ ওয়েলস দ্বিতীয় ইনিংস ঘোষণা করেছে ৩৪৮ রানের লক্ষ্য দিয়ে। তাসমানিয়া চতুর্থ ইনিংসে ১৩ ওভার ব্যাটও করেছে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, আজ যেহেতু সময় ছিল স্টার্ককে সেঞ্চুরি তুলে নেওয়ার সুযোগটা দিতে পারতেন নেভিল। আজ পুরো সময় ব্যাট করে লিড আরও বাড়িয়ে কাল সকালের প্রথম বল থেকে তাসমানিয়াকে অলআউট করার চ্যালেঞ্জ নিতে পারতেন নিউ সাউথ ওয়েলস অধিনায়ক। নেভিল সম্ভবত বোলারদের আরও সময় দিতে চেয়েছেন, ২৬ রান তুলতে ২ উইকেট হারিয়ে নেভিলের সিদ্ধান্তের পক্ষে অদৃশ্য যুক্তিও দাঁড় করিয়েছে তাসমানিয়া।সে যাই হোক, তাতে স্টার্কের মনের আগুন নেভার কথা নয়। দিনের খেলা শেষে অ্যাবট বেশ মজা করেই বলেন, 'রাতে গিয়ে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে ডিনার করাতে হবে।' নেভিল ইনিংস ঘোষণা করার পর স্টার্কের অভিব্যক্তি দেখে ধারাভাষ্যকার বলছিলেন, 'মিচেল স্টার্ক অসন্তুষ্ট। দেখুন, ব্যাট ছুড়ে মারছে, গ্লাভস ফেলে দিচ্ছে। ইনিংস ঘোষণার সময় তাঁর মাথা নাড়ানো দেখেই বোঝা যাচ্ছিল সিদ্ধান্তটিকে সে কীভাবে নিয়েছে।'কীভাবেসেটি স্টার্কের টেস্ট ও প্রথম শ্রেণিতে সর্বোচ্চ রানের ইনিংস দেখলেই টের পাওয়া যায়।

অভিষেক টেস্টের সেই ১১ জন কে কোথায়

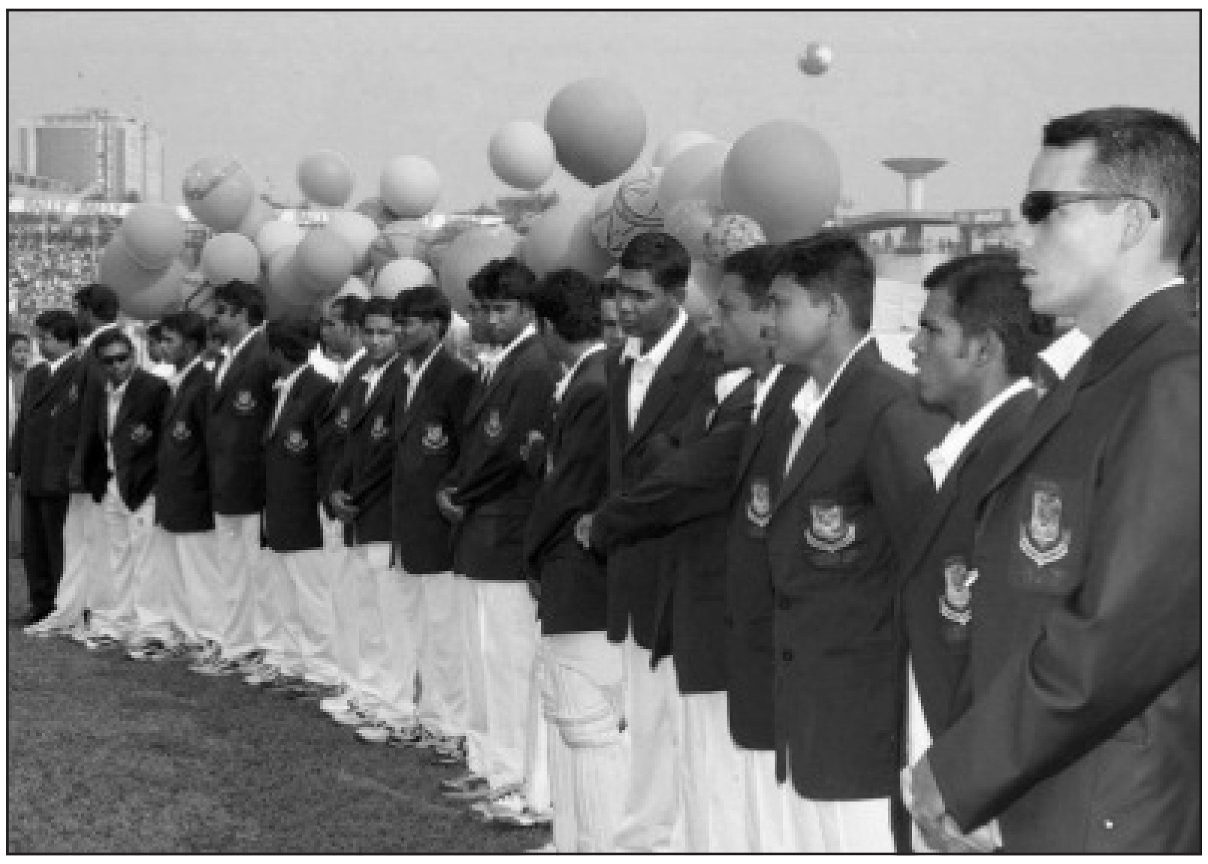

ইডেন গার্ডেনে গত বছর গোলাপি বলের টেস্ট ম্যাচটা শুধুই বাংলাদেশ-ভারতের আরেকটি ব্যাটে-বলে লড়াই ছিল না, এই টেস্ট ঘিরে কলকাতা পরিণত হয়েছিল উৎসবের শহরে। টেস্টটা দেখতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলী আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ২০০০ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট খেলা খেলোয়াড়দেরও। সবুজ ব্লেজার ও ক্রেস্ট উপহার দিয়ে বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছিল অভিষেক টেস্টে খেলা উপস্থিত খেলোয়াড়দের। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা এক খেলোয়াড় অবশ্য আফসোস নিয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের অভিষেক টেস্ট খেলা খেলোয়াড়দের এক করে সৌরভ (গাঙ্গুলী) যে সম্মান জানাল, এটিই বিসিবি গত দুই দশকে করতে পারেনি।'

ইডেনের অনুষ্ঠানে অভিষেক টেস্ট খেলা ক্রিকেটারদের মধ্যে উপস্থিত থাকতে পারেননি দুই প্রবাসী আমিনুল ইসলাম আর আল শাহরিয়ার। অভিষেক টেস্টের সবাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও বেশির ভাগই এখনো ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িয়ে। টেস্ট অভিষেকের দুই দর্শক পূর্তির সময় সেই ১১ জন এখন কে কোথায়...

অভিষেক টেস্টের অধিনায়ক নাঈমুর রহমান বর্তমানে জাতীয় সংসদের সদস্য, বিসিবির একজন প্রভাবশালী পরিচালক। নাঈমুর বিসিবির হাইপারফরম্যান্স (এইচপি) বিভাগের প্রধান। খেলা ছাড়ার পর রাজনীতিক ও ক্রিকেট সংগঠক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা নাঈমুর ভালোভাবেই খেলাটার সঙ্গে জড়িয়ে।

বাংলাদেশ দলের সাবেক এই অধিনায়কও জড়িয়ে আছেন ক্রিকেটে। তিনিও বিসিবির একজন পরিচালক। বর্তমানে বিসিবির ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের প্রধান আকরাম সাত-আট বছর আগে প্রধান নির্বাচক হিসেবেও কাজ করেছেন। ক্রিকেট সংগঠকের পাশাপাশি ব্যবসায়ী পরিচয়ও আছে আকরামের।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী আমিনুলও ক্রিকেটের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন। কাজ করছেন আইসিসির এশিয়া গেম ডেভেলপমেন্ট ব্যবস্থাপক হিসেবে। এর আগে কাজ করেছেন এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলেও (এসিসি)।

হাবিবুল বাশার

অভিষেক টেস্টের দলে জায়গা পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে কম নাটক হয়নি হাবিবুলকে নিয়ে। হাবিবুল নিজেকে প্রমাণ করেছেন অভিষেক টেস্টেই। পরে তো বাংলাদেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। খেলা ছাড়ার পরও ক্রিকেটের সঙ্গে ভালোভাবেই সম্পৃক্ত রেখেছেন। গত সাত বছর তিনি বিসিবির নির্বাচক প্যানেলের একজন সদস্য।

খালেদ মাসুদ

২০০৩ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেওয়া মাসুদ বর্তমান ক্রিকেট থেকে একটু দূরে আছেন। মাঝে নিয়মিত ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। জাতীয় লিগে রাজশাহীকে সফল দলে পরিণত করার অন্যতম কারিগর।

আল শাহরিয়ার

খেলোয়াড়ি জীবনে প্রতিভাবান আর স্টাইলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে পরিচিত আল শাহরিয়ার দেশ ছেড়ে নিউজিল্যান্ডে থিতু হয়েছেন এক যুগ হলো। ২০০৮ সালে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি দিয়ে এখন সপরিবার তিনি 'সেটলড' নেপিয়ারে। সেখানে ক্রিকেট কোচিংয়ের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন আল শাহরিয়ার।গত বছর ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট দলের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তাদের সঙ্গে।গত বছর ইডেনে গোলাপি বলের টেস্টে বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট দলের খেলোয়াড়দের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন তাদের সঙ্গে।ছবি: এএফপি

মেহরাব হোসেন

বর্তমানে বিসিবির বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ব্যাটিং কোচ হিসেবে কাজ করছেন। মাঝেমধ্যে ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন দলের ম্যানেজার হিসেবেও সম্পৃক্ত হতে দেখা যায় তাঁকে।

শাহরিয়ার হোসেন

খেলা ছাড়ার পর পরিণত হয়েছেন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। পারিবারিক ব্যবসা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত শাহরিয়ার মাঝেমধ্যে স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস ক্রিকেটে অংশ নিতে আসেন মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে।

মোহম্মদ রফিক

খেলা ছাড়ার পর সতীর্থদের মতো ক্রিকেটে খুব একটা জড়িয়ে থাকতে পারেননি। একটু যেন নিভৃতেই সময় কাটে তার। বিপিএলের দুই মৌসুমে রংপুর রাইডার্সের হয়ে স্পিন পরামর্শক হিসেবে কাজ করতে দেখা গেছে তাঁকে।

হাসিবুল হোসেন

ক্রিকেটের সঙ্গে হাসিবুলের বন্ধনটা এখনো অটুট। বিসিবির বয়সভিত্তিক ক্রিকেটের একজন নির্বাচক। আকবর আলীদের অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জয়ে তাঁরও অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিকাশ রঞ্জন দাস

ধর্মান্তরিত হয়ে বিকাশ রঞ্জন এখন মাহমুদুর রহমান। অভিষেক টেস্ট দলের তিনিই একমাত্র খেলোয়াড়, খেলা ছাড়ার পর যাঁর পথ ক্রিকেট থেকে দূরে সরে গেছে।

CORRIGENDUM

Due to unavoidable circumstances the tender having Tender Id: 2020_CEDWS_13303_1 (DNIT No 107/DNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21), published in the website www.tripuratenders.jiov.in on .Z0.10.2020 against PNIT No. 25/PNIeT/EE/ DWS/BLN/2020-21 circulated vide this office Memo. No. F.7(111)/EE/DWS/BLN/7496-7540 Dt.: 20/10/2020 are hereby CANCELLED.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

(Er. T. Chakma)
Executive Engineer DWS
Division, Belonia Belonia,
South Tripura

ICA/C-2073/2020-21

"Conserve Water and Save Life"

Notice Inviting Tender

Sealed Notice Inviting Tender are invited by the undersigned from registered Enterprise / Agencies / Co-operative Societies of Tripura for supply of Office Stationeries & Printing items for use in the office of the DDRC, Dhalai, Tripura. Details terms & condition and list of the items are available in the DDRC, Dhalai, Tripura on all working days up to 2:30 pm of 16/11/2020.

The tender will be received at the office of the undersigned up to 2:30 pm of 16/11/2020 by hand only and will he opened on 16/11/2020 at 3:00 pm if possible, in the office of the DDRC, Dhalai, Tripura.

The tender will remain valid up to 1 (one) year from the date of selection. The validity may be extended subject to the then terms & conditions of DDRC, Dhalai on satisfactory service.

ICA/C-2060/2020-21

s/d District Disability
Rehabilitation Officer, DDRC-
Dhalai, Kulai, Dhalai Tripura.

WALK IN INTERVIEW FOR GUEST LECTURERS

Intending eligible candidates with 55% marks in Master Degree Level (5% relaxation for SC/ST/PH/Ph.D. candidates) in relevant subjects may appear for interview with original testimonials and an application in plain paper attaching photocopy of testimonials at the office of the Principal, Dasaratha Deb Memorial College, Khowai on le November, 2020 from 11.30 am to 2 pm for the selection of Guest Lecturers.

Candidate having NET/SLET/Ph.D. shall be given preference. Already engaged Guest LeZturers in this institution in the previous academic year need not face interview but will have to submit application to show their intention for the engagement. The engagement will be purely on temporary basis with an honorarium of Rs.400 per class. State Government reservation rule will be followed. No TA/DA is admissible for appearing the interview.

Subjects for the engagement of Guest Lecturers: English, Sanskrit, Education, Botany, Human Physiology, Zoology, Political Science, Kokborok, Mathematics, EVS, Commercial Law, History, Information & Technology (IT), Chemistry, Physics, Economics, Philosophy, Physical Education.

ICA/D-826/2020-21

(Dr.Shyamal Kumar Ghosh)
Principal-in-Charge, Dasaratha Deb
Memorial College. Khowai: 799201

PN1eT NO- 32/EE/PWD(DWS)/KMP/2020-21

The Executive Engineer, DWS Division Kamalpur, Dhalai District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender. The details are below;

SI No.	DNIeT No	Estimated Cost	Deadline for bidding
1.	DNIe-T No.46/EE/PWD (DWS)/KMP/2020-21	Rs. 12,73,703.00	01-12-2020
2.	DNIe-T No.47/EE/PWD (DWS)/KMP/2020-21	Rs, 12,73,703.00	01-12-2020
3.	DNIe-T No.48/EE/PWD (DWS)/KMP/2020-21	Rs. 12,73,703.00	01-12-2020

All details can be seen press notice & bid documents for the work on website www.tripurateov.in at free of cost. For contact 8974414234/9089352571

ICA/C-2064.2020-21

For and on behalf of Governor of Tripura
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur
Dhalai District, Tripura
dt. 07-11-2020

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO :- 12/ EE/KLSD/2020-21, dated, 05-11- 2020.

On behalf of the "Governor of Tripura the Executive Engineer, Kailashahar PWD (R&B) Division, Kailashahar Unakoti Tripura" invites Item rate tender in PWD Form no- 8 up to 3.00 P.M. on 20-11-2020 for 02 Two nos works :-

S1.No.	DNIT NO.	Estimated cost	Earnest money	Cost of Bid Fee
1	DNIT No- 30/EE/ KLSD/20-21	Rs.3,69,840/-	Rs.3,698/-	Rs.1000/-
2	DNIT No- 31/EE/ KLSD/20-2	Rs.3,69,840/-	Rs.3,698/-	Rs.1000/-

" For details visit website https://tripuratcnders.gov.in and fo eeklspwd@yahoo.in"

ICA/C-2069/2020-21

Executive Engineer
Kailashahar Division,
PWD(R&B),
Kailashahar, Unakoti, Tripura

দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীরা নানা সমস্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। নরসিংগড় ব্লাইন্ড স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর পক্ষ থেকে মঙ্গলবার হোস্টেল সুপারের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। সংবাদপত্রে জানা গেছে হোস্টেলে অবস্থানরত ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত।পরিষদ এর পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।হোস্টেল কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকারা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এর কাছ থেকে তাদের দাবি সনদ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত হন। এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে হোস্টেল সুপার সহ অন্যান্যরা আশ্বস্ত করেছেন।প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

কাঞ্চনপুরে আইএনপিটির সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১০ নভেম্বর।। মঙ্গলবার কাঞ্চনপুর বিভাগীয় কমিটির ডাকে দাশদা লক্ষ্মীপুর বি বি সি বাজার ময়দানে আই এন পি টি-র বিভাগীয় কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের সম্মেলনের মাধ্যমে ৩১ জন সদস্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি হিসাবে কুলায় চন্দ রিয়াং , সম্পাদক হিসাবে সিংদ রাই রিয়াং দায়িত্ব পান। এই সম্মেলনে দেরশো প্রতিনিধি অংশ নেয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন আই এন পি টি-র সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল , সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরদার প্রচার শুরু করার জন্য বিভাগীয় সদস্যদের আহ্বান জানান আই এন পি টি-র সভাপতি বীজয় কুমার রাঙ্খল।

ঘরের চাল থেকে পড়ে গুরুতর আহত কাঠমিস্ত্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা থানা এলাকায় ঘর তৈরীর কাজ করতে গিয়ে ঘরের উপর থেকে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক কাট মিস্ত্রি। আহত কাঠমিস্ত্রির নাম শামসুল হক। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।ঘটনার বিবরণে জানা যায় কাঠমিস্ত্রি প্রতিবেশী এক ব্যক্তির বাড়িতে ঘর তৈরীর কাজ করছিলেন। কাজ করার সময় তিনি উপর থেকে নিচে পড়ে যান। ঘটনাস্থল কদমতলার জেরজেরি এলাকা। ঘরের উপর থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার পরপরই বাড়ির লোকজন তাকে উদ্ধার করে কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। তার মাথা এবং চোখে প্রচন্ড আঘাত লেগেছে বলে জানা গেছে।কাজ করতে গিয়ে পা পিছলে নিচে পড়ে যায় ওই কাঠমিস্ত্রি বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কংগ্রেস ডুবতে থাকা জাহাজ, জন-সম্পর্কও হারিয়েছে : বিজয়

গান্ধীনগর, ১০ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। কংগ্রেসকে ডুবতে থাকা জাহাজের সঙ্গে তুলনা করে মঙ্গলবার বিজয় রূপানি বলেছেন, জন-সম্পর্কও হারিয়েছে কংগ্রেস। মঙ্গলবারই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। বিহারের পাশাপাশি ১১টি রাজ্যে উপ-নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে এদিনই। সর্বত্রই মুখ থুবড়ে পড়েছে কংগ্রেস।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রঋষি দত্তপন্ত ঠেংড়িজির জন্মজয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ছবি নিজস্ব।

কুলাই বাজারে মৃৎ শিল্পীর চারটি কালী মূর্তি ভেঙ্গে ফেলল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। হাতে গুনা আর মাত্র কটাদিন তারপরেই শ্যামা মায়ের আরাধনা এবং আলোর উৎসবে মেতে উঠবে গোটা রাজ্য।

যদিও করোনার প্রাদুর্ভাবে এবছর সংক্ষিপ্তাকারে কালীপূজা করবে উদ্যোগতারা। আমবাসা থানাধীন কুলাই বাজারের ব্যবসায়ীরা মিলে বাজার পাহারা দেন, এরমধ্যে সোমবার রাতে কে বা কারা কুলাই বাজারের পুরোনো মৃৎ শিল্পী সুভাষ পালের দোকানে চারটি কালীমূর্তী ভেঙ্গে দেয়।

প্রেসক্লাব নির্বাচনে সমস্ত বিতর্কের যোগ্য জবাব দিয়েছেন ভোটাররা ঃ ফোরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সার্বিক উন্নয়নই হচ্ছে ফোরাম ফর ডেভলাপমেন্ট এন্ড প্রোটেকশন অফ মিডিয়া কমিউনিটির। প্রেসক্লাব নির্বাচনের পর প্রথমবারের মতো ফোরাম সাংবাদিক সম্মেলন করেছে মঙ্গলবার। ফোরামের কনভেনার সেবক ভট্টাচার্য্য বলেন, এবারের নির্বাচনকে ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এইবারের নির্বাচন সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ভোটার তালিকা নিয়ে যেসব অপপ্রচার চলছিল এর অবসান ঘটেছে। যেসব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাও শেষ হয়ে গিয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে ফোরামের দাবি, নির্বাচনের আগে যেসব কর্মসূচী এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল সেগুলি পালন করা হবে যথাযথভাবে। শুধু তাই নয় প্রতিপক্ষদের ইতিবাচক কার্যসূচিগুলিকেও সম্পন্ন করা হবে। ফোরামের পূর্ণাঙ্গ কমিটি খুব শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।
এদিকে, প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, আগরতলা প্রেসক্লাবকে জাতীয় মানের প্রেসক্লাবে পরিণত করার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ফোরাম খুব শীঘ্রই মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন দাবী তুলে ধরবে।

টাকারজলা বাজারে অগ্নিকান্ডে কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। টাকারজলা বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে বেশ কয়েকটি দোকান ভস্মীভূত হয়ে গেছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাতে হঠাৎ টাকার টাকার জলা বাজারে বাজারে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আগুনের লেলিহান শিখা দেখে স্থানীয় লোকজন বের হয়ে আসেন। খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।

স্থানীয় জনগণ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা প্রচেষ্টা চালিয়ে আগুন আয়ত্তে আনেন।এর মধ্যেই বেশ কয়েকটি দোকান অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে শর্ট সার্কিট থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত। তবে এর পেছনে নাশকতামূলক কোন বিষয় জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের আপৎকালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়েছে। এদিকে মন্ত্রী ব্যাপার কুমার জমাতিয়া অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত টাকার জলা বাজার এলাকা সফর করেছেন।তিনি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।

ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিটি ব্যবসায়ীকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে বলে বড় দপ্তরের মন্ত্রী কুমার জমাতিয়া আশ্বস্ত করেছেন।এদিকে স্থানীয় জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে টাকা তোলা একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দাবি জানানো হয়েছে। টাকার চলা এবং জম্পুই জলায় অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র না থাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয় ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষজনকে।সে কারণেই টাকার চলা কিংবা উপজেলায় একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জোরালো দাবি উঠেছে।

এখনও সংকটজনক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি স):গত ৬ অক্টোবর থেকে বেলভিউ হাসপাতালে চিকিৎসারত বর্ষীয়ান অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এখনও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অভিনেতা। মঙ্গলবারও সংকটজনক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা এমনটাই খবর বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে।

বেলভিউ হাসপাতাল সূত্রে আরও খবর, সব ঠিক থাকলে বুধবার সৌমিত্রের ট্র্যাকিওস্টোমি করা হতে পারে। যদিও এই ট্র্যাকিওস্টোমি করার কথা ছিল সোমবার। কিন্তু সৌমিত্রের বয়সের কথা ভেবে সোমবার তা করা হয়নি। মঙ্গলবার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত।
উল্লেখ্য,গত ৬ অক্টোবর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে বেলভিউ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এক মাসের বেশি সময় ধরে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন অভিনেতা। যখন অভিনেতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তখন তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন। যদিও বর্তমানে করোনা মুক্ত অভিনেতা।

৩০ নভেম্বর পর্যন্ত অসমে আতসবাজি বিক্রি ও পোড়ানোয় নিষেধাজ্ঞা জারি

গুয়াহাটি, ১০ নভেম্বর (হি.স.) ÷ অসমে আজ ম*লবার থেকে আগামী ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আতসবাজি বিক্রি এবং ব্যবহার অর্থাৎ পোড়ানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে রাজ্য সরকার। আসন্ন দীপাবলির পরিপ্রেক্ষিতে অসমে বাজিপটকা নিষিব করা হয়েছে। প্রস*ত, ইতিপূর্বে দীপাবলি উৎসবে আতসবাজি ব্যবহার না করতে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনাল (এনজিটি) নির্দেশ দিয়েছিল। এনজিটি-র নির্দেশিকা পালন করতে গিয়ে অসম সরকার এই সিবান্ত গ্রহণ করেছে বলে জানা গেছে।
কোভিড-১৯ সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদূষণের যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য অসম সরকার গুয়াহাটি সহ গোটা রাজ্যে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত আতজবাজি বিক্রি ও ব্যবহারে বাধানিষেধ আরোপ করেছে। প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উৃতি দিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য প্রশাসন অসমের নাগরিকদের দীপাবলির দিন রাত ৮.০০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য গ্রিন ক্র্যাকার অর্থাৎ বায়ুতে প্রদূষণ সৃষ্টি করে না এমন বাজিপটকা যেমন দড়িবাজি, কম ডেসিবলের ক্র্যাকার, রকেট, চরকি, রংবেরঙের স্কাই শো, রঙমহল, সব আকারের তারকা, ছোট আকারের কিটক্যাট, রঙিন ম্যাচ, তারাবাতি, ঝলকানো মশাল, কাগজ বোমা, রঙিন কাঠি, ফ্লাওয়ার পোস্ট ইত্যাদি নির্ধারিত ডেসিবল স্তরে ব্যবহার করার আহ্বান জানিয়েছে।
দীপাবলির পাশাপাশি ছট পূজা এবং আসন্ন খ্রিসমাস ও ইংরেজি নববর্ষের জন্যও বিধিনিষেধ জারি করেছে অসম সরকার। ছট পূজার দিন রাজ্যে সকাল ৬.০০টা থেকে সকাল ৮.০০টা পর্যন্ত গ্রিন ক্র্যাকার পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। উচ্চ ডেসিবল এবং প্রদূষণের সৃষ্টি করে এমন আতসবাজির ব্যবহার নিষিব করেছে সরকার। এছাড়া আসন্ন খ্রিসমাস এবং ইংরেজি নববর্ষে সরকার রাত ১১.৫৫ থেকে মাত্র ৩৫ মিনিটের জন্য আতসবাজি পোড়ানের অনুমতি প্রদান করেছে। প্রস*ত, ইতিপূর্বে অসমের বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল‍্ল বৈদ্য দীপাবলিতে রাজ্যে আতসবাজি পোড়ানোয় কোনও বিধিনিষেধ নেই বলে জানিয়েছিলেন। অসমের আগে ইতমধ্যে দিল্লি, রাজস্থান, মহারাস্ষ্ট্র, ওড়িশা ইত্যাদি রাজ্যে দীপাবলি উপলক্ষ্যে আতসবাজি ব্যবহার এবং বিক্রি নিষিব করেছে।

লোকাল ট্রেন চালুর আগে কড়া নজরদারি স্টেশনে

কলকাতা, ১০ নভেম্বর (হি স): হাতে গুনে আর মাত্র একটা রাত। আর তারপরেই ফের চালু হবে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। করোনা আবহের শুরু থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লোকাল ট্রেন। যাত্রীদের সুবিধার্থে বুধবার থেকেই ফের চাকা ঘুরবে লোকাল ট্রেনের। করোনা আবহে লোকাল ট্রেন চালুর আগে মঙ্গলবার স্টেশনে স্টেশনে কড়া নজরদারি রেলের তরফে।
এতদিন পর্যন্ত স্টাফ স্পেশাল ট্রেন চললেও বন্ধ ছিল লোকাল ট্রেন পরিষেবা। তবে, আগামীকাল থেকে যাত্রী নিয়ে ছুটবে লোকাল ট্রেন। শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে হাওড়া শিয়ালদহ সহ বিভিন্ন ছোট, বড়, মাঝারি স্টেশনগুলোতে। লোকাল ট্রেন চালুর আগে রেলের পক্ষ থেকে নজর রাখা হচ্ছে খুঁটিনাটি সব বিষয়ে। রেল চাইছে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং সামাজিক সুরক্ষা বিধি পরিচালনা করুক রাজ্যের রেল পুলিশের সুপাররা। অবৈধ ঢোকা-বেরনো বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমনকি স্টেশনে হকাররা যাতে না প্রবেশ না করতে পারে সেদিকে কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শিয়ালদহ হাওড়া স্টেশনে ট্রেনের কামরা গুলিতে চলছে জীবানুমুক্ত করণের কাজ। স্টেশনে চলছে সুরক্ষা বলয় আকার শেষ মুহূর্তের কাজ। আর খুব অল্প সময় হাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চলছে কাজ।
জানা যাচ্ছে বুধবার থেকে শিয়ালদহ ডিভিশনে চলবে ৪১৩টি ট্রেন। শিয়ালদহ উত্তর ও মেইন শাখায় চলবে ২৭০টি ট্রেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় ১৪৩টি ট্রেন চলবে। হাওড়া ডিভিশনে ২০২টি ট্রেন চলবে। বাকি ৮১টি ট্রেন চলবে খড়গপুর ডিভিশনে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারের নাকের ডগায় সাংবাদিকের বাড়িতে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ নভেম্বর।। পুলিশকে এক প্রকার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে চুরির ঘটনা সংগঠিত করলো চোরের দল। রাজ্য পুলিশের সদর দপ্তর থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা সাংবাদিক পার্থ সেন গুপ্তের বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় পার্থ সেন গুপ্তের ছেলে কর্মসূত্রে সোমবার সকালে উদয়পুরে চলে যায়। ছেলের বৌ কোলকাতা বাপের বাড়িতে চলে যায়। বাড়িতে পার্থ সেন গুপ্ত ও ওনার স্ত্রী ছিলেন। সোমবার রাতে স্বামী-স্ত্রী দুইজনে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পান বাড়ির দ্বিতলে ছেলের ঘরের সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

এমনকি ঠাকুর ঘরেরও সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তখন তারা দেখতে পান ঘরের জানালায় থাকা লোহার গ্রিল ভাঙ্গা। ধারনা করা হচ্ছে চোরের দল জানালার গ্রিল ভেঙ্গে রাতের অন্ধকারে ঘরে প্রবেশ করেছে। পার্থ সেন গুপ্ত ও ওনার স্ত্রী জানান ঘটনার বিষয়ে পশ্চিম আগরতলা থানায় জানানো হয়েছে। তারা আরও জানান চোরের দল ঘর থেকে আনুমানিক ২০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার সহ বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে গেছে।

মাটির সামগ্রী বিক্রি করে কষ্টে দিনাতিপাত করছেন বেতাগা কুমার পাড়ার লোকজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ নভেম্বর।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বেতাগা কোমড় পাড়ায় প্রায় ২০ পরিবারের লোকজন বিভিন্ন প্রকারের মাটির সামগ্রী তৈরিকরে কোনোপ্রকার দিন কাটাচ্ছেন। এই এলাকার মৃৎ শিল্পীদের কাছ থেকে জানাযায় উনারা কোনোপ্রকার সরকারি সহায়তা পাননি। সরকারি সহায়তা ছারাই নিজেদের সঞ্চিত অর্থব্যায়করে মাটির সামগ্রী তৈরি করছে মৃৎ শিল্পীরা। এই এলাকার মৃৎ শিল্পীদের সঙ্গে কথাবলে জানাযায় উনাদের এই সামগ্রী গুলি তৈরির জন্য মাটি পর্যন্ত ক্রয় করে আনতে হয়। তারমধ্যে মাটির তৈরি সামগ্রী পোরানোর জন্য লাকড়ীর প্রয়োজন। যা বর্তমানে বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। তাই সবদিকে উনারা সমস্যার সন্মুখিন হতেহচ্ছে। তাছারা মৃৎ শিল্পীরা জানান উনাদের তৈরি মাটির সামগ্রীগুলির সঠিক মূল্য পাননা। আলোর উৎসব দীপাবলীকে কেন্দ্র করে মৃৎ শিল্পীরা মাটির তৈরি প্রদীপ বানিয়েছেন যার বাজার মূল্য ২ টাকা। উনারা জানান এইভাবে প্রতিনিয়ত কমদামে বিক্রিকরে যাচ্ছে মাটির সামগ্রী। অন্যদিকে দেখাযায় কালী পূজা শেষ হবার আগেই কার্তিক পূজা করার জন্য কার্তিকের মূর্ক তৈরি করছে এই এলাকার মৃৎ শিল্পীরা। কার্তিকের *ছয়ের পাতায় দেখুন*

মহাজোটের পিছিয়ে থাকার অদ্ভুত ব্যাখ্যা অধীর চৌধুরীর

মুর্শিদাবাদ, ১০ নভেম্বর (হি. স.)।। একদিকে যখন বিহার রাজ্যের ফলাফল গননা চলছে টান টান উত্তেজনা মধ্যে দিয়ে, তখন বহরমপুরে বসে বিজেপি ও মিম দলকে আক্রমন করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তথা লোকসভা পরিষদীয় দলনেতা অধীর চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'যদি মসুলিম ভোট না কাটা হত তাহলে মহা জোট বট্ম ন অনেক সুবিধা হত'। অন্যদিকে এদিন একই স* আলু পিঁয়াজের মূল্য বৃবিতে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়াতে কড়া ভাষায় বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

ম*লবার বহরমপুরে জেলায় কংগ্রেস কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে বিহার ভোটের পর্যালোচনা করতে গিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, 'যদি মসুলিম ভোট না কাটা হত তাহলে মহাজোট বট্ম ন অনেক সুবিধা হত। বিজেপি পাসওয়ানের ও ওয়াইশির দলকে ব্যবহার করল মুসলিম ভোট কাটার জন্য'।

অধীর চৌধুরী এদিন আসাউদ্দিন ওয়াইসির দল মিমকে কটাক্ষ করে বলেন, "বিহারে ৩১ বছরের যুবককে হারানো জন্য দিল্লির মসনদ সেখানে কত কোটি টাকা খরচ করেছে তার কোন হিসাব নাই। তার সাথে চালাকি করা হয়েছে। ওয়াশির মতো সংগঠনকে টাকা দিয়ে ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে মুসলিম ভোট কাটার জন্য। বিজেপি দল মুসলিম ভোট কেটে নিজের রাজনৈতিক ভোটের ভবিষ্যতে উজ্বল করল এবং ওয়াশির মতো নেতারা টাকা খেয়ে ভোট কেটে আরজেডি ও কংগ্রেসের মহাজোট বট্ম নকে আটকে দিয়ে বিজেপিকে লাভ করে দিল। তাই এই ভোট কাটুয়াদের থেকে সাবধান হওয়া দরকার। বিজেপি ওয়াশির দলকে খুব সুন্দর ভাবে ব্যবহার করেছে বিহারে। ওয়াইশির দল তেলে*নায় কোন নির্বাচনে লড়াই করে না, কিন্তু অন্যান্য রাজ্যে তারা লড়াই করে বিজেপি সুবিধা জন্য।"

মুসলিম ভোট বিভাজন হলে বিজেপি লাভ হবে তাই ওয়াইসির দল উত্তর প্রদেশ কখনও বিহারে লড়াই করছেন বলে কটাক্ষ করেন অধীর চৌধুরী। অন্য দিকে বিহার ভোট প্রস* অধীর চৌধুরী বলেন, "বিহারের নির্বাচন ফলাফল আগামী ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমব* ভালো প্রভাব পড়বে। বিহারে ধর্ম নিরপেক্ষ জোট বট্ম ন কংগ্রেস, সিপিএম সহ দল একত্রিত লড়াই করেছিলেন, বিহারে লালু প্রসাদ যাদব কে জেলে রেখেও তার ছেলে তেজস্বী যাদবকে আটকাতে পারছেন নীতীশ কুমার ও বিজেপি।" বিজেপি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাকে ভাগ করে বেটে খেতে চাইছেন বলে কটাক্ষ করেন অধীর চৌধুরী।

অধীর আরও বলেন, "বিহারে যখন ভোট্‌রু হয়েছিল তখন বিহারে মহাঘোট বট্ম নকে কেউ কোথাও স্তুতি তে রাখেনি, সবাই জানত বিজেপি ও জেডিইউকে ওয়াক ওভার দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হবে। বিহারের নির্বাচনের প্রচারে বিজেপি পক্ষ থেকে সমস্ত ছোট বড় মেজো সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের নির্বাচনের প্রচারে আসতে হয়েছিল, প্রধানমন্ত্রীও এগারো বারো বার এসেছেন। একটা ৩১ বছরের ছেলের নেতৃত্ব বিহারে নির্বাচনে দিল্লির মসনদ ছেড়ে তাকে হারানোর জন্য। দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতবে ভেবেছিল এনডিএ, আজকে টক্কর হল শেয়ানে শেয়ানে।

অন্যদিকে, বিজেপিকে আক্রমণ করে অধীর চৌধুরী আরও বলেন, বিজেপি মানেই শেষ কথা নয়, বিজেপি ধীরে ধীরে যে অবক্ষয়্রু হয়েছে, মানুষের সমর্থনের যে পাল্লা বিজেপি দাবি করত, সেখান থেকে সমর্থন হারাতে চলেছে তারা। ২০১৪ সালের নরেন্দ্র মোদীর বিরুবে কোন প্রশ্ন উঠত না, কিন্তু আজকে অনেক প্রশ্ন উঠছে তার ব্যার্থতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তার প্রতিফলন ঘটছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।